সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস

আমাদের ইস্তাহার

২০১০

কলকাতা পুরসভা নির্বাচন ২০১০

২০১০

কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূলকংগ্রেসের নির্বাচনী

ইস্তাহার

জলের ওপর কর ?
না - না - না !

সৌন্দর্যায়ন - উন্নয়ন
আমাদের লক্ষ্য

স্বচ্ছ দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, উন্নতপরিষেবা ও জনকল্যাণমূখী উন্নয়নের স্বার্থে
তৃণমূলকংগ্রেস প্রার্থীদের জয়যুক্ত করে
আপনার প্রত্যাশার কলকাতা পুরসভা গঠন করুন

কলকাতা পুরসভা নির্বাচন ২০১০

ভোটের সময় - সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৩টে

কলকাতা পুরসভা নির্বাচন ২০১০

কলকাতা পুরসভা নির্বাচন ২০১০

সুধী নাগরিকবৃন্দ,

আমাদের প্রিয় শহর কলকাতা। যাঁর নামের সাথে এই শহরের অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে, সেই মহান মানুষটির নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই বছর তাঁরই সার্ধ-শততম জন্মবর্ষ। আর সেই বছরেই হতে চলেছে কলকাতা পুরসভার নির্বাচন। এই পথ-প্রদর্শক ঋষিতুল্য মহামানবকে স্মরণ করে তৃণমূলকংগ্রেস তার কলকাতা পুরসভা নির্বাচন ২০১০-এর নির্বাচন ইস্তাহার প্রকাশ করছে।

কলকাতার পুরসভার ঐতিহ্য ঘেঁটে স্মরণ করছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু'কে। যাঁদের স্মরণ না করে কলকাতা পুরসভার কথা ভাবাই যায় না। রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ-বিদ্যাসাগর-মাইকেল মধুসূদন, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, নজরুল, আচার্য জগদীশ বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়-সহ বহু মণীষীর নামের সাথে যুক্ত আমাদের শহর কলকাতা। বিদেশিনী হয়েও যিনি কলকাতাকে তাঁর কর্মক্ষেত্র করেছিলেন সেই মাদার টেরিজাও মিশে আছেন আমাদের সাথে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথিকৃৎরা কলকাতা শহরের গর্ব। অন্যায়-অবিচার- স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কলকাতা চিরকালই প্রতিবাদী। মিছিল-মিটিং-আন্দোলনে মুখর কলকাতা। কল্লোলিনী কলকাতা। আমাদের গর্বের কলকাতা।

পশ্চিমবাংলার রাজধানী মহানগরী কলকাতা আজও অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ন্যায় ও গণতন্ত্রের পক্ষে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকায়।

ভাবতে লজ্জা হয়, গত তিন দশকের অধিককাল যাঁরা এই ঐতিহ্যময় রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে রাইটার্স দখল করে বসে আছেন, তাঁদের আমলে, হ্যাঁ- তাঁদেরই আমলে কলকাতা সহ গোটা রাজ্যে নেমে এসেছে এক অন্ধকারের রাজত্ব। আমাদের পূর্বসূরীদের সমস্ত শিক্ষা ও ঐতিহ্যকে ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে, বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎদের অপমানিত করে বর্তমান শাসকদের দিশাহীন রাজত্বে সবদিক থেকে পিছিয়ে পড়েছি আমরা।

সন্ত্রাসের আর এক নাম সিপিএম। বিরোধী শক্তির কণ্ঠরোধ করতে এই দল প্রতিদিন তৃণমূল কর্মীদের খুন করছে। এদের হাতে রয়েছে প্রচুর বেআইনি অস্ত্র। রয়েছে দক্ষ বন্দুকবাজ ও বোমা বানানোর দক্ষ কারিকর। লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকে এ পর্যন্ত ২৫০ জনেরও বেশি তৃণমূল কর্মীকে ওরা খুন করেছে। ওরা আইনের শাসন মানে না। বন্দুকের শাসন কায়েম করতে চায়। আমরা চাই শান্তি-প্রগতি ও উন্নতি।

গত তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছর ধরে একটানা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও দলীয় সন্ত্রাসের দ্বারা মানুষকে দলদাসে পরিণত করে এক ভয়ঙ্কর দানবীয় শক্তির উত্থান হয়েছে বর্তমান শাসকদের মাধ্যমে। খুন-ধর্ষণ-লুণ্ঠন আজ প্রতিদিনের ঘটনা। ক্ষমতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে— বিরোধী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এরা বদ্ধপরিকর। মিথ্যাচার-বিভ্রান্তি ও সন্ত্রাস চালিয়ে এরা ভেবেছিল মানুষকে বশে রাখবে। কিন্তু তা হবার নয়। তাই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম, রিজওয়ানুর কাণ্ডে গণআন্দোলনে মুখর হয়েছে পশ্চিমবাংলা। মুখর হয়েছে কলকাতা মহানগরী। আবার শুরু হয়েছে বাংলার নবজাগরণ। সিঙ্গুর প্রশ্নে ধর্মতলায় জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২৬ দিনের ঐতিহাসিক অনশন সত্যাগ্রহ আবার ফিরিয়ে এনেছে কলকাতা-সহ রাজ্যের প্রতিবাদী ঐতিহ্য। দলদাসত্বের বিরুদ্ধে, একদলীয় শাসনের শৃঙ্খল চূর্ণ করেযেন পুনরায় শুরু হয়েছে দ্বিতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন।

পশ্চিমবাংলা তথা কলকাতার প্রতিবাদী অতীত ঐতিহ্যকে পুনরায় ফিরিয়ে এনেছেন কলকাতার বিদ্বজ্জন ও সৃষ্টিশীল মানুষরা। নাগরিক সমাজ তথা বুদ্ধিজীবী সমাজ তাপসী মালিকের নির্মম হত্যাকাণ্ড ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনশন আন্দোলনের প্রভাবে পথে নেমেছেন। নন্দীগ্রাম গণহত্যার পর বুদ্ধিজীবী সমাজ ব্যাপক প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। আজও তা অব্যাহত। রাজ্য সরকারের জনবিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে তারা এখনও সরব। তারা বর্তমান শাসনের পরিবর্তন চান। চলমান গণআন্দোলনকে তারা সমর্থন করছেন। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পথে নামছেন। গড়ে উঠেছে সন্ত্রাস বিরোধী নাগরিক মঞ্চ। পুরনির্বাচনেও তারা সিপিএমকে পরাজিত করার আহ্বান জানাচ্ছেন।

এই আন্দোলনে প্রাণ ফিরেছে গ্রাম বাংলার। প্রাণ ফিরেছে শহর কলকাতার। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচন, বেশ কিছু পৌর নির্বাচন, বিধানসভার এক ডজন উপনির্বাচন এবং শেষ লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের মানুষ প্রধান শাসকদলকে শিক্ষা দিয়েছেন। সাদরে গ্রহণ

করেছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলকংগ্রেসকে। দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী বহু আন্দোলনের নেত্রী আজ রেলমন্ত্রী। রেলমন্ত্রকের দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁর নেতৃত্বে যে জনমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, গরীব মানুষের স্বার্থে যে সব প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, যে ভাবে রেলকে ঘিরে শিল্প, কৃষি, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, যোগাযোগ ও পরিকাঠামো নির্মাণের নতুন কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে, তার তুলনা হয় না। এই কর্মযজ্ঞে যে দিশা (vision) গ্রহণ করা হয়েছে— তা মানবিক উন্নয়নের কর্মসূচি মানুষ প্রত্যক্ষ করছেন।

পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জগতে আজ পরিবর্তনের হাওয়া। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের লড়াকু মানুষ এই পরিস্থিতি গড়ে দিয়েছেন। আর তাকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমরা কৃতজ্ঞ মা-মাটি-মানুষের কাছে।

এই সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত বাদ দিয়ে কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের আলোচনা হয় না। মনে রাখতে হবে, এই নির্বাচন তাই রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কলেজ ইউনিয়ন, স্কুল পরিচালন সমিতি, সমবায়, কলকারখানার ইউনিয়ন নির্বাচন— সর্বত্রই সিপিএম বিরোধীদের প্রার্থী দাঁড় করাতে দিত না। আজ সেই সব জায়গায় পরাজিত হচ্ছে শাসক দল। এটা সম্ভব হয়েছে মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-আন্দোলনের ফলে।

আগামী ৩০শে মে কলকাতা পুরসভা-সহ ৮২টি পুরসভার নির্বাচন। এই নির্বাচনে কলকাতার ভোটাররা মহানগরীর ভার তুলে দেবেন তাদের পছন্দের দল, তাদের প্রিয় রাজনৈতিক দলের হাতে। সম্পূর্ণ এক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এবারের নির্বাচন। এই তার রাজনৈতিক গুরুত্ব একেবারেই আলাদা। এই নির্বাচনে শাসক দল হিসেবে সিপিএমের পতনের গতি অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

তৃণমূলকংগ্রেস দূরদৃষ্টি, সু-পরিকল্পনা, দক্ষতা, স্বচ্ছতা, সদিচ্ছা ও মানবিক কর্মসূচি নিয়ে মানুষের সাথে, মানুষের পাশে থাকে, মানুষের সমর্থন, আশীর্বাদ ও দোয়া নিয়ে কলকাতা পুরবোর্ডের দায়িত্ব পালনে আগ্রহী। তৃণমূলকংগ্রেস চায় নতুন দিশায় কলকাতা পুরসভাকে পরিচালিত করে মানবমুখী বিপুল উন্নয়নের দায়িত্ব নিতে।

একথা ঠিক যে, রাজ্য সরকার হাতে থাকলে বহু পরিকল্পনা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। বিরোধীরা কোথাও ক্ষমতায় থাকলে তাদের সহযোগিতা না করার ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করছে সিপিএম। মানুষই পারেন পৌর নির্বাচনে তৃণমূলকংগ্রেসকে জিতিয়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে এবং সেই প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনেও তৃণমূলকংগ্রেসকে জয়ী করে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করতে। তৃণমূলকংগ্রেস পরিচালিত বোর্ড কলকাতাকে উন্নয়ন নগরী হিসাবে গড়ে তুলবে।

হাজারো সন্ত্রাস চালিয়ে সিপিএম তার ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে না। সিপিএম অপশাসনের অন্ধকার ভেদ করে মানুষ সুন্দর সকাল নিয়ে আসবেন। সেই মুহূর্তের জন্য অধীর অপেক্ষায় দিন গুণছে মা-মাটি-মানুষের আন্দোলন। দিন গুণছে শহীদ পরিবারগুলি।

তাই, কলকাতাবাসী মানুষের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ আবেদন, কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূলকংগ্রেসকে সর্বত্র জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। আপনাদের সমর্থনে তৃণমূলকংগ্রেস কলকাতাকে নতুনভাবে গড়ে তুলবে। নতুন দিশায়, বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে পৌর পরিষেবার সার্বিক গুণমানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নী দিশা, নাগরিক সমাজ তথা বিদ্বজ্জন সমাজের পরামর্শ এবং পৌরপিতা, পৌরমাতাদের নিরলস প্রয়াসে গড়ে উঠবে নতুন কলকাতা, নতুন ও উন্নত পরিষেবা। সহযোগিতার হাত বাড়াবে কেন্দ্রের নগরোন্নয়ন মন্ত্রক। নগরোন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তৃণমূল সাংসদ নিশ্চয়ই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় একাজে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করবেন।

সিপিএমের সার্বিক অপশাসন ও ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নী ভাবনা ও মানুষের সক্রিয় উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের নতুন জোয়ার সৃষ্টি করবে।

তাই, নতুন বাংলা তথা নতুন কলকাতা গড়তে তৃণমূলকংগ্রেসকে সমর্থন করুন। যে দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। সিপিএমকে ক্ষমতাচ্যুত করে পরিবর্তনের জন্য ভোট দিন। জোড়া ফুলে ভোট দেওয়ার অর্থ বিরোধী ভোট ভাগ হতে না দেওয়া। বিরোধী ভোট এক থাকলে সিপিএম সুবিধা পাবে না। সিপিএমকে পরাজিত করার জন্য বিরোধী ভোট ভাগ হওয়া রোধ করতে হবে। অন্য কোনও চিহ্নে ভোট দেওয়ার অর্থ সিপিএমের হাত শক্ত করা। মনে রাখতে হবে, পরিবর্তনের প্রতীক ঘাসের

উপর জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দেওয়ার কথা। নিজে ভোট দিন, পাশের জনকে ভোট দিতে বলুন। আমরা মানুষের সাথে আছি, পাশে আছি।

আমরা মনে করি, সাংস্কৃতিক জাগরণ ছাড়া রাজনৈতিক জাগরণ স্থায়ী হয় না। তাই কলকাতার ঐতিহ্যশালী কৃষ্টি, তার সৃষ্টি-সুন্দর সংস্কৃতি, তার নান্দনিক পরিবেশ ও মূল্যবোধ দল-দাসত্বের শৃঙ্খল চূর্ণ করে নতুনভাবে জাগ্রত হোক। নবসৃষ্টির মহানন্দে মানুষকে জীবনের মন্ত্রের উজ্জীবিত করতে এক জোরালো সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে উঠুক রাজ্য জুড়ে। চির নূতনের কেতন উড়ুক আকাশে-বাতাসে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচন। এই নির্বাচনই আগামী নূতন সরকার গড়তে এক বড় ভূমিকা নেবে।

আমাদের দায়বদ্ধতা

নির্বাচনী ইস্তাহারের বিশদে যাওয়ার আগে কলকাতা পুর-পরিষেবার দায়বদ্ধতা ও আজকের অবস্থা চম্বুকে বুঝে নেওয়া যাক।

● **পরিস্রুত পানীয় জল :** কলকাতাবাসী বঞ্চিত। গ্রীষ্মের হাহাকার। বর্ষায় পানীয় জল ও ময়লা জল একাকার। তৃণমূল দায়িত্বে এলে সর্বত্র পরিস্রুত মিষ্টি জল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

● **নিকাশি :** দীর্ঘদিন কোনও কাজ হয়নি। তৃণমূল এই কাজ শুরু করেছিল। গত পাঁচ বছরে তাতে গতি আনতে ব্যর্থ সিপিএম। তৃণমূল আবার দায়িত্বে এলে জমা জল নিষ্কাষনের পদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সম্পূর্ণ করা হবে।

● **জঞ্জাল অপসারণ :** শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখবে তৃণমূল। শুধু তাই নয়, জঞ্জালকে পরবর্তীকালে দূরতম জায়গায় রেখে পরিবেশ সুরক্ষার নতুন মিয়মে কীভাবে নতুন শক্তিতে পরিণত করা যায়, তার পরিকল্পনাও অতীতে নিয়েছে তৃণমূল। আবার সেই কাজ শুরু হবে। শহরে কোনও অবস্থাতেই আবর্জনা জমতে দেওয়া হবে না। এর জন্য নতুন পদ্ধতি এবং প্রযুক্তির ব্যবস্থাও করা হবে।

● **কঠিন বর্জ্য পদার্থের তদারকি :** তৃণমূল অত্যন্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এই কাজগুলি করার পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে।

● **রাস্তা :** সিপিএমের জমানায় রাস্তার হাল খুবই খারাপ। এর আগে তৃণমূল দেখিয়েছিল কীভাবে নতুন প্রযুক্তিতে রাস্তার তত্ত্বাবধান করা সম্ভব। সেই পদ্ধতিকে আরও কার্যকর করে প্রত্যন্ত এলাকার রাস্তাগুলিতেও তা পৌঁছে দেওয়া হবে।

● **আলো :** পুরসভার কাঠামোকে সিপিএম নষ্ট করেছে। এখন বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের সাংসদ-বিধায়কদের তহবিলের টাকা থেকেও আলোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আলোর ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবে তৃণমূল পুরবোর্ড।

● **স্বাস্থ্য :** সিপিএম জমানায় কলকাতায় অতীত দিনের মারণ রোগগুলিকে ফিরিয়ে এনেছে। গত তিন থেকে পাঁচ বছরে এই সব রোগে আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা প্রচুর। এর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেও পুরসভা ব্যর্থ। তৃণমূল গোটা স্বাস্থ্য পরিষেবাকে বাস্তবসম্মতভাবে তৈরি করবে। শহরের দরিদ্রতম মানুষও যাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে দূরে না থাকেন, নজর রাখবে তৃণমূল।

● **উদ্যান, জলাশয় ও পরিবেশ রক্ষা :** সিপিএম এই প্রাকৃতিক পরিকাঠামোর সর্বনাশ করে দিয়েছে। তৃণমূল এর আগে যে উদ্যোগ নিয়েছিল, তাতে সিপিএম শুধু দলীয় তকমা লাগিয়েছে, নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের ব্যবহার করেছে। কিন্তু শহরকে সবুজ রাখার এবং সবুজ করার কোনও দায়িত্ব পালন করেনি। বিশ্বের আধুনিকতম পদ্ধতিগুলিকে প্রয়োগ করে তৃণমূল কলকাতাকে নতুন করে সাজাতে প্রস্তুত। লক্ষাধিক বৃক্ষরোপণ করবে পুরসভা। স্কুল-কলেজ-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এই সামাজিক কর্মযজ্ঞে সঙ্গে নেওয়া হবে। আমরা চাই 'Green And Clean City'। সেই সঙ্গেই আরও নানা পদক্ষেপে মহানগরীর সৌন্দর্যায়ন প্রক্রিয়া নতুন করে শুরু হবে। এর পাশাপাশি বিশেষভাবে গুরুত্ব পাবে আমাদের সম্পদ গঙ্গা নদীর সংস্কার, এবং তার লাগোয়া এলাকার পর্যটনমুখী এবং সমাজকল্যাণমুখী উন্নয়ন। এটা অবশ্য সময়সাপেক্ষ বিষয়।

● **শিক্ষা :** পুরসভার স্কুল এবং শিক্ষা কাঠামো পুরোপুরি বিপর্যস্ত। শুধু পার্টির কাজে ব্যবহৃত। তৃণমূল পৌরশিক্ষা ব্যবস্থাকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনবে। দরিদ্রতম পরিবারও যাতে তাঁদের সন্তানদের জন্য আধুনিক শিক্ষার সুযোগ পান, সেদিকে নজর রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হবে।

● **বস্তি উন্নয়ন :** বস্তি উন্নয়নের কোনও কাজ সিপিএম করেনি। শুধু দলবাজি হয়েছে। উন্নয়নের লোভ দেখিয়ে মানুষকে প্রতারণা করা হয়েছে। বস্তির ভেঙে পড়া কাঠামোর উন্নয়ন করে মানুষকে সম্মানজনকভাবে বাঁচার পরিবেশ ফিরিয়ে দিতে তৃণমূল বদ্ধপরিকর।

● **আপতকালীন পরিষেবা ও অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা :** কলকাতা পুরসভার এ ধরনের কোনও কাঠামো আছে বলে আজ কেউ

বিশ্বাস করেন না। অথচ যেভাবে স্টিফেন কোর্টের মতো আগুনের বিপদ বাড়ছে, 'আয়লা'-র মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনা সামনে আসছে, তাতে এই বিভাগগুলিকে কার্যকরী ভূমিকায় সক্রিয় রাখা প্রয়োজন। সিপিএম এক্ষেত্রে পুরোপুরি ব্যর্থ। তৃণমূল ঢেলে সাজাবে গোটা ব্যবস্থা।

● **প্রাচীন স্থাপত্যের সংরক্ষণ এবং নগর পরিকল্পনা :** কলকাতায় এ ধরনের বহু হেরিটেজ বিল্ডিং রয়েছে। সেগুলিকে কেন্দ্র করে বহু কাজ করার অবকাশ রয়েছে।

● পাশাপাশি পুরনো বাজারগুলি যে পরিস্থিতিতে পৌঁছেছে, সেগুলিকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি হাজার হাজার ব্যবসায়িকে সঙ্গে নিয়ে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা জরুরি। বিশেষজ্ঞদের দিয়ে তৃণমূল পরিকাঠামো সাজাবে।

● এর সঙ্গে অবশ্যই বলা দরকার শ্মশানঘাট এবং কবরস্থানগুলির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিকাঠামোর উন্নয়নের কথা।

● সিপিএম পুরবোর্ড এই জরুরি দিকগুলিতে একেবারেই নজর দেয়নি। আমরা চাই গোটা পরিকাঠামোটির মানবিক এবং আধুনিক উন্নয়ন। সিপিএম এই শহরকে সব দিক থেকেই পিছিয়ে দিয়েছে। শহরে আজ গতি নেই। আজ যে সামান্য দু-একটি উড়ালপুল করা হচ্ছে, তা ১৫-২০ বছর আগে করা উচিত ছিল। নগরোন্নয়নের প্রশ্নে আমরা বিশেষ অগ্রাধিকার দেব রাস্তা এবং গতির প্রশ্নে। যেখানে যেভাবে দরকার, উড়ালপুল থেকে রিং রোড, সব কিছুর ব্যবস্থা করা হবে। এসব করা হবে বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেই।

● **রাজস্ব এবং কর আদায় :** এর আগেই তৃণমূল বোর্ড কর ব্যবস্থার সরলীকরণের পদক্ষেপ নিয়েছিল। কিন্তু সিপিএম গত পাঁচ বছর আবার গোটা পদ্ধতিটিকে জটিল অবস্থায় নিয়ে গিয়েছে। এবার তৃণমূল দায়িত্বে এলে সর্বস্তরের কর সরলীকরণ করবে। পাশাপাশি মানুষের উপর অন্যায্য চাপ পড়ে এমন কোনও করের ব্যবস্থা করবে না। আমরা চেষ্টা করব কর বিন্যাস পরিকল্পনা এমনভাবে করতে যাতে মানুষের উপর করের বোঝা কমে।

● **স্বচ্ছ ও গতিশীল প্রশাসন :** মনে রাখুন এর আগে তৃণমূল ক্ষমতায় এসে দেখেছিল তার আগের সিপিএমের বোর্ড দীর্ঘদিন কোনও হিসাবের অডিট করায়নি। তার গোটা ব্যবস্থা করতে হয়েছিল তৃণমূলকে। গত পাঁচ বছর সিপিএম আবার পুরসভাকে দুর্নীতির

আখড়ায় পরিণত করেছে। গড়িয়াহাট ট্রেজারি কেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে সর্বস্তরে দুর্নীতি ধরা পড়ছে। তৃণমূল এমন একটি প্রশাসন মানুষের সামনে রাখতে চায়, যা হবে স্বচ্ছ, দক্ষ, মানবিক, সংবেদনশীল এবং গতিশীল।

● **পর্যটনমুখী উদ্যোগ :** কলকাতা ঐতিহাসিক শহর। এখানে এমন কিছু স্থান রয়েছে, যেখানে ছুটে আসতে পারেন সারা বিশ্বের মানুষ। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা। একদিকে বিশ্বের দরবারে অতি পরিচিত কলকাতায় আসার আমন্ত্রণমূলক প্রচার। অন্যদিকে কলকাতায় আসা পর্যটকদের জন্য আধুনিক পরিকাঠামো, বিশ্বমানের পরিষেবা এবং পরিকল্পিত প্যাকেজ। এর মধ্যে দিয়ে আমরা পুরসভার আয় যেমন বাড়াতে পারি, তেমনই বেশ কিছু প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারি। আজকের দিনে এই পরিকল্পনা সামনে রেখে এগোনোর বিশেষ প্রয়োজন। আমরা এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মহানগরীকে সাজাব।

● **আরও কিছু উদ্যোগ :** কলকাতা পুরবোর্ড তৃণমূলের দায়িত্বে থাকলে আরও কিছু কাজ সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্রুতগতিতে করা সম্ভব। এমপি, এমএলএ-দের তহবিল ব্যবহারে সিপিএমের বোর্ড যে কুৎসিত দলবাজি মানসিকতা দেখায়, তাতে ক্ষতি হয় মানুষের। আমরা স্বচ্ছভাবে এই কাজ করব। পাশাপাশি বিশেষভাবে বলব, রেলমন্ত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা থেকে যেভাবে নতুন ট্রেন দিচ্ছেন, রিজার্ভেশন কাউন্টার তৈরি করছেন, মেট্রো রেলের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করছেন, আরও কিছু নতুন প্রকল্পের কথা ভাবছেন, তাতে কলকাতা পুরবোর্ড সঙ্গে থাকলে কাজ হবে অনেক সহজ এবং মসৃণ। ফলে পুরবোর্ডে তৃণমূলের আসাটা সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থেই বিশেষ জরুরি।

এক নজরে বিগত তৃণমূল বোর্ডের কাজকর্ম

পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ

● ১৯৭৩ সালে গার্ডেনরীচে জলের ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট যা থেকে ৬০ মিলিয়ন গ্যালন জল পরিস্রুত হওয়ার কথা কিন্তু ২০০০ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় এসে দেখতে পেল যে, এতদিন ধরে মাত্র ৪০ গ্যালন জল পাওয়া যাচ্ছে। তারপর ৩ বছরের উদ্যোগে তৃণমূল

পরিচালিত বোর্ড ২০০৩ সাল থেকে ১২০ মিলিয়ন গ্যালন জল পরিস্রুত করতে শুরু করে।

● পাঁচ বছর আগে তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ড ২০২৫ সাল পর্যন্ত কলকাতাবাসীকে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার সুষ্ঠ পরিকল্পনা করেছিল। পলতা, গার্ডেনরিচ, ওয়াটগঞ্জ, জোড়াবাগান প্রকল্প থেকে লক্ষ লক্ষ লিটার জল বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। কালীঘাট, কসবা, বাঁশদ্রোনীতে বুস্টিং পাম্পিং স্টেশন বসিয়েছিল। মানিকতলায় বাগমারি এলাকার জল সমস্যার সমাধানে কার্যত আঁস্তাকুড়ে চলে যাওয়া প্রকল্পকে তুলে এনে নাগরিক পরিষেবায় যুক্ত করা হয়েছিল। কসবার বুষ্টিং পাম্পিং স্টেশন চালু করে তিলজলা, কসবা, রাজডাঙ্গা, রুবি, কালিকাপুর-অজয়নগর এলাকায় হাজার হাজার পরিবারের জলচাহিদা মেটানো হয়েছে। গার্ডেনরিচ থেকে ২৭ কোটি টাকার পাইপ এনে রানীকুঠি, গড়ফা ও কালিঘাট এলাকায় জলসরবরাহ ব্যবস্থা সাজানো হয়েছিল। এই প্রকল্পগুলিতে রাজ্য সরকারের টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও শুধু তৃণমূল পুরবোর্ডকে অপদস্থ করার সময় তখন কোনও সাহায্য করা হয়নি। বাধ্য হয়ে নিজস্ব রাজস্ব থেকে প্রকল্পগুলি তখন সম্পূর্ণ করেছিল তৃণমূল পুরবোর্ড।

● শুধুমাত্র পানীয় জলপ্রকল্প তৈরি করা নয়, বাঁশদ্রোনী, কালিঘাট, কসবা ও মানিকতলার বুস্টিং পাম্পিং স্টেশন থেকে ডিস্ট্রিবিউশন লাইনও তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিল তৃণমূল পুরবোর্ড। কেউ কোনও দিন ভেবেছিল যে ওয়াটগঞ্জে ফিল্টার স্টেশনও প্ল্যান্ট হবে? তৃণমূল পুরবোর্ড সেটাই করে দেখিয়েছিল। ২০০৫ ভোটের আগেই প্ল্যান্ট তৈরি করে কাজ শুরু করে দিয়েছিল। একইভাবে জোড়াবাগানে দৈনিক আট মিলিয়ন গ্যালন পরিশ্রুত জল উৎপাদনের প্ল্যান্ট তৈরির পরিকল্পনা ছিল তৃণমূল পুরবোর্ডেরই। বড়বাজার তথা কলকাতা অফিস পাড়ার পানীয় জলের চাহিদা মেটাতে ওই প্রকল্প তৈরির বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছিল। ইএমবাইপাস ও গড়িয়া-যাদবপুরের পানীয় জল সমস্যা সমাধানে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়েছিল।

● রাজ্য সরকারের চরম অসহযোগিতা সত্ত্বেও মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেও একের পর এক জলপ্রকল্প তৈরি সম্পূর্ণ করে গিয়েছিল তৃণমূল পুরবোর্ড। প্রয়োজন ছিল শুধুমাত্র সুষ্ঠ বন্টন ব্যবস্থা। কিন্তু সুষ্ঠ বন্টন দূরের কথা, শহরবাসীর ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে পারেনি।

● গরমের সময় তো হচ্ছেই, শীতকালেও উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার পাশাপাশি পূর্ব কলকাতাতেও তীব্র জলসঙ্কট তৈরি হয়েছে।

বহু পল্লীর ভিতরে জলের চাপ এতটাই কম যে জলের পাত্র ভরতে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। তৃণমূল পুরবোর্ডের আমলে শহরবাসীর জন্য মাথাপিছু কমপক্ষে ৪০ লিটার জল সরবরাহের ব্যবস্থাকে সিপিএম দায়িত্বে আসার পরেই তুলে দিয়েছে।

● শুধু তাই নয়, তৃণমূল পুরবোর্ডের সময়ে অধিকাংশ এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিয়ে 'বিগ-ডায়া টিউবওয়েল' বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কারণ, শহরের ভূগর্ভস্থ জলস্তরে নেমে যাওয়ার পাশাপাশি ভূতত্ত্ববিদদের একাধিক আপত্তি রয়েছে বিগডায়া টিউবওয়েল বসানোয়। শহর পরিকল্পনার পরিপন্থী এই টিউবওয়েল ফের বসাতে অনুমতি দিতে শুরু করেছে বামপুরবোর্ড।

● আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, মহানগরের সমস্ত বাসিন্দার ঘরে ঘরে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিয়ে জলসঙ্কটের দ্রুত সমাধান করবই। গোটা শহরকে আধুনিকতম ও বিজ্ঞানসম্মত জলবণ্টন পরিকাঠামোর আওতায় নিয়ে আসা হবে, এবং তা হবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই। পৃথিবীর উন্নততর দেশের মতোই আমাদের প্রিয় শহরে বৃষ্টির জলকে পুনরায় কাজে লাগানোর জন্য **'রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং'** পদ্ধতিকে জনমুখী করা প্রয়োজন।

● কলকাতার বিভিন্ন জায়গায়, গার্ডেনরীচের পরিশোধীয় পানীয় জল যে সব এলাকায় পৌঁছাবার কথা তা পৌঁছায়নি। তাই সেই সব অঞ্চলের বহুতল বাড়ি-সহ সমস্ত অঞ্চল তথা বস্তিবাসী ডীপ টিউবওয়েল জলের ওপর নির্ভরশীল কিন্তু ডিপ টিউবওয়েলের এত জল উঠে যাওয়ার ফলে এখন আর মাটির তলায় ভালো জল পাওয়া যাচ্ছে না। যার ফলে আয়রন ভর্তি জল মানুষ ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে। মাটির তলায় ভ্যাকুম সৃষ্টি হচ্ছে যার ফলে যে কোনও সময় একটা বড় রকমের ধস্ শহরে নামতে পারে। সমাধানের বিকল্প পথ হলো আলিপুর বুষ্টিং পাম্পিং স্টেশন-সহ যে সমস্ত অঞ্চলে ডীপ টিউবওয়েল (গভীর নলকূপ) নির্ভরশীল সেখানে ছোটো ছোটো বুষ্টিং পাম্পিং স্টেশন করার পরিকল্পনা। গার্ডেনরীচ জলাধার প্রকল্পের যা ক্যাপাসিটি তার অর্ধেক আজ পর্যন্ত উৎপাদন হয়নি তাছাড়া মেইনটেন-এর অভাবে গার্ডেনরীচ জল প্রকল্প প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। এই অবস্থায় এর একমাত্র সমাধান হলো গার্ডেনরীচ জল প্রকল্পকে কে এম ডব্লু এস এস-এর হাত থেকে নিয়ে পৌরসভা অবিলম্বে নিজে অধিগ্রহণ করুন তা হলে পলতা জল প্রকল্পের মাতা গার্ডেনরীচের মেইনটেনেন্স এর কাজ করতে সুবিধা হবে।

স্বাস্থ্য পরিষেবা

● কলকাতা শহরে যথাযথ আবর্জনা পরিষ্কার করা হয় না। যত্রতত্র জল জমে থাকে। খোলা নর্দমাগুলিতে ম্যালিগনান্ট ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু প্রভৃতি মারণ রোগেরকারণ যে মশা, সেই মশা সযত্নে লালিত পালিত হয়। কারণ নিয়মিত নর্দমা পরিষ্কার হয় না। মশার তেল দেওয়া হয় না। ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো মাঝে মধ্যেই ঘন জনবসতিপূর্ণ বস্তি অঞ্চলগুলিতে পানীয় জলের পাইপ ফেটে ময়লা জল ঢুকে যায়। ফলে কলেরা অবশ্যম্ভাবী। সাবধানতা না থাকার কারণে কত অমূল্য প্রাণ ঝরে যায় অকালে।

● স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে কলকাতা কর্পোরেশনের বেহাল অবস্থা আজ সকলেরই জানা। সবথেকে এদের বড় অপরাধ হল আক্রান্ত মানুষের সঠিক সংখ্যা গোপন করা। মহানগরে পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি অধিকাংশই বন্ধ থাকে। টিবি রোগের ওষুধ বিতরণে পুরবোর্ড এতটাই ব্যর্থ যে অপদার্থ রাজ্য সরকারই নিজের হাতে গোটা পরিষেবার ভার তুলে দিয়েছে।

● মানুষের প্রতি, জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র দায়বোধ থাকলে স্বাস্থ্য পরিষেবার এই বেহাল দশা হত না।

● তৃণমূলকংগ্রেস মানুষের প্রতি, জীবনের প্রতি দায়বদ্ধ। তাই পুরবোর্ডের দায়িত্বে এলে প্রতিটি ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে একটি সুসংগত পরিকাঠামোর অধীনে নিয়ে আসবে। এলাকার সরকারি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজগুলির সমন্বয় গড়ে তুলবে। আমরা মনে করি কারণগুলি দূর করতে না পারলে বহু মানুষের জীবন রক্ষা করা যাবে না। এর জন্য বিজ্ঞান সম্মত পরিকল্পনা এবং কাজ করার সদিচ্ছা থাকা দরকার।

● আজকাল পৌরসভা ব্যর্থতা এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর জেরে ম্যালেরিয়া এই শহরকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে। এছাড়াও দৈনন্দিন জীবনের জ্বর ও অন্যান্য ব্যাধির জন্য পৌরসভা স্বাস্থ্য কাঠামো যথেষ্ট নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক ওয়ার্ডে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় ওয়ার্ড হেলথ্ ইউনিট করার কথা ছিল। কিন্তু এই বামফ্রন্ট বোর্ডের ব্যর্থতায় সব সার্ভে, ওয়ার্ডে হেলথ্ ইউনিট গড়ে ওঠেনি। এছাড়াও ম্যালেরিয়ার রক্ত নিয়ে তার চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকলেও ডেঙ্গু চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই অথচ প্রাইভেট প্যাথোলজিকাল

জমা জল নিষ্কাশন

● প্রায় ৩৩ বছরের বাম শাসনের মধ্যে ২০ বছরই কলকাতা পুরসভায় ক্ষমতায় ছিল বামফ্রন্ট। সেখানে মাত্র পাঁচ বছর দায়িত্বে এসেছিল তৃণমূলকংগ্রেস। অথচ গত বর্ষাতেও বেহালা, ঠাকুরপুকুরে এক গলা, উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়া ও আমহার্স্ট স্ট্রিটে নৌকা চলেছে। এবারও বৃষ্টি হলে কলকাতার বৃহৎ অংশ যে ডুববে তা যে কোনও কিশোর-কিশোরীও নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বলে দিতে পারে।

● উত্তর / মধ্য বা দক্ষিণ কলকাতায় এমনকি বডিগার্ড লাইনের ভিতরে বৃষ্টি হলেই উদ্ধারকারী দল নামাতে হয়। কলকাতার বহু ওয়ার্ডে সামান্য বৃষ্টি হলেই হাঁটু জল জমে যাচ্ছে। জল থই থই করে অফিস পাড়া ডালহৌসি-বিবাদি বাগেও। বেহালার বেশ কিছু অংশ, যাদবপুর, রাজডাঙা, মানিকতলা, উল্টোডাঙা, বাগবাজার, বড়বাজার বিস্তৃর্ণ এলাকা সামান্য বৃষ্টিতেই জলের তলায় চলে যাচ্ছে।

● লজ্জার কথা, ২০ বছর পুরসভা চালিয়েও ভেঙে পড়া গাছ সরানোর জন্য একটা করাত কেনা বা যোগাড় করার সামর্থ্য নেই। রাস্তায় গাছ ভেঙে পড়লে তা পরিস্কার করতে তিন-চারদিন লেগে যাচ্ছে। এটা রাজ্যের কলঙ্ক।

● অথচ তৃণমূল পুরবোর্ডের আমলে সার্দান অ্যাভিনিউ পাম্পিং স্টেশন, মোমিনপুর পাম্পিং স্টেশনের আধুনিকীকরণ ও ধাপার লকগেট এবং বালিগঞ্জ-ধাপা পাম্পিং স্টেশন তৈরির প্রক্রিয়া তৃণমূল পুরবোর্ডের মেয়র পারিষদরা তৈরি করেছিল।

● তৃণমূল বোর্ডের সময় প্রতিবার বর্ষার আগে বানতলা হয়ে বিদ্যাধরী খাল পর্যন্ত বিস্তৃত যে খাল দিয়ে কলকাতার পূতিগন্ধময় জল বেরিয়ে যায়। সেই জল বের হওয়ার জন্য স্থানীয় চাষি ও কো-অপারেটিভ সংস্থার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিশেষ ব্যবস্থা করা হত। কিন্তু পুরবোর্ডে সিপিএম ক্ষমতায় আসার পর চরম ঔদ্ধত্য দেখিয়ে বর্ষার জল বের করার কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। ওয়ার্ডের জল তাই ওয়ার্ডেই আটকে থাকছে।

● **বিগত পাঁচ বছরে গোটা কলকাতাকে বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত করেছে সিপিএম।**

● তৃণমূলের তরফে আমাদের আশ্বাস, যে সমস্ত এলাকায় এখনও খোলা নর্দমা আছে সেগুলিকে ভূগর্ভস্থ করা হবে। শহরের ১-৬ এবং ৯১-১৪১

নম্বর ওয়ার্ডের সমস্ত পল্লীকেই ভূগর্ভস্থ নিকাশী ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা হবে। জমা জল অপসারণ করতে দায়িত্বে আসার এক বছরের মধ্যে সমস্ত এলাকায় পাম্পিং স্টেশন বসানোর প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

জঞ্জাল অপসারণ

● গত পাঁচ বছর কলকাতা মহানগরীর জঞ্জাল অপসারণ পরিষেবা পুরোপুরি অভিভাবকহীন ছিল। সিপিএম যাতে দায়িত্ব দিয়েছিল তিনি নিজের গ্রামীণ বিধানসভা ক্ষেত্রে পার্টির রাজনৈতিক অস্তিত্ব সামাল দিতে গিয়ে শহরের জঞ্জাল পরিষেবাকে পুরোপুরি রসাতলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পাড়ায় পাড়ায়, গলিতে গলিতে গিয়ে বাঁশি বা গাড়ির সিটি এখন এতটাই অনিয়মিত যে গোটা শহরটাই অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে।

● তৃণমূল পুরবোর্ডের আমলে শহরের যে প্রধান রাস্তাগুলি জল দিয়ে রাস্তা ধোয়া হত সেটি দায়িত্বে এসেই বন্ধ করে দিয়েছিল সিপিএম পরিচালিত পুরসভা।

● সকালের পাশাপাশি দুপুর ও বিকেলে শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা থেকে জঞ্জাল অপসারণের পরিষেবাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে বাম পুরবোর্ডের আমলে।

● নিয়মিত জঞ্জালের গাড়ি না আসার ফ্ল্যাটবাড়ির বাসিন্দারা চরম দুর্ভোগে পড়ছেন। নানা উৎসবের সময় দলবেঁধে ছুটিতে যাওয়া সাফাইকর্মীদের পরিবর্ত পরিষেবা চালুর কোনও ব্যবস্থা করেনি সিপিএম পুরবোর্ড।

● তৃণমূল পুরবোর্ড দায়িত্বে আসার পরেই জঞ্জাল অপসারণকে নিয়মিত করার পাশাপাশি বায়ো-মেডিক্যাল বর্জ্যকে আলাদাভাবে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা চালু করা হবে। বর্জ্যপদার্থকে কাজে লাগিয়ে শক্তি উৎপাদন ও পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করা হবে। ফিরিয়ে আনা হবে পুজো-ঈদের সময় শহরে পরিবর্ত জঞ্জাল অপসারণ পরিষেবা।

ল্যাবরেটরিতে ডেঙ্গু পরীক্ষার জন্য অনেক টাকা চার্জ করে যেটা সাধারণ গরীব মানুষের পক্ষে দেওয়া সাধ্যাতীত। আমাদের কাজ হবে প্রত্যেক সার্ভে নিখুঁত ভাবে ওয়ার্ড হেলথ্ ইউনিট গড়ে তোলা।

● অপদার্থ আধিকারিকে ভরে গেছে স্বাস্থ্য দফতর। স্বয়ং মেয়র পারিষদের ঘরে চলছে এক দুর্নীতির আখড়া। সাসপেন্ড হওয়া এক চিকিৎসক ও পৌরকর্মীর অঙ্গুলি হেলনে চলেন অশক্ত, অক্ষম মেয়র পারিষদ। ডেঙ্গু যখন শহরে মারাত্মক আকার ধারণ করে ছিনিয়ে নিল ১২টি অমূল্য প্রাণ তখন আধিকারিকরা চেয়ার দখল নিয়ে ব্যস্ত। ২০০৫-এ যখন তৃণমূল বোর্ড বিদায় নিল তখন মোট ম্যালেরিয়ার সংখ্যা ৫৬,১৬৭ (এর মধ্যে ফ্যালসিপেরাম ৩৭২১) আর ২০০৯ সালে মোট ম্যালেরিয়া ছিল ৮৭,৪২৩ (ফ্যালসিপেরাম ১৫,৯২৬)। অথচ রক্ত পরীক্ষার সংখ্যা একই থেকে গেছে। মশা নিধনের কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই বাড়ি বাড়ি জমা জল পরীক্ষা করেমশার আঁতুড়ঘর ধ্বংস করার কাজ প্রায় বন্ধ। কীটনাশকের কাজ নিয়ে পরীক্ষা-গবেষণা বন্দ।

কালীঘাটে ম্যালেরিয়া হাসপাতাল বা সাধারণ হাসপাতালের পরিকল্পনা বাতিল করেছে বাম পুরবোর্ড। অথচ মানুষ চিকিৎসার জন্য কলকাতা শহরে হাসপাতালে বেড না পেয় বিনা চিকিৎসায় মারা যায়, পুরসভা পরিচালিত মাতৃসদনগুলি ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে। ছাত থেকে জল পড়ে, অসুস্থ প্রসবা নারীর স্থান হয় ফুটপাথে। 'অপারেশন থিয়েটার'-এর কোন ব্যবস্থা নেই। শুধুই অন্য হাসপাতালে 'রেফার' পরা হয়।

কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি সফল হয়নি। যক্ষা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ল্যাবোরেটরি টেকনিসিয়ান নিয়োগে দুর্নীতির ফলে কাজের মান নেমে গেছে। অথচ এই প্রকল্পগুলোতে WHO তথা কেন্দ্র পুরযুর আর্থিক সাহায্য দেয়।

শহরে খাবারের ভেজাল পরীক্ষার কাজ প্রায় বন্ধ, বাসা বেঁধেছে দুর্নীতি। প্রতি বছর বাজেটে পুরসভার 'ফুড ল্যাবরেটরি'র জন্য টারা মঞ্জুর হয়, যে টাকার সদ্ব্যবহার হয় না। সদিচ্ছার অভাবে কেন্দ্রের টাকাও নেওয়া যায়নি। আন্ত্রিক এই শহরের নিত্য সঙ্গী। সম্প্রতি ২৯নং ওয়ার্ডে কলেরার জীবাণুও পাওয়া গেছে।

অনেক ওয়ার্ডে হেলথ্ ইউনিটের 'ফিতে কাটা' হয়েছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই।

কঠিন বর্জ্য পদার্থের তদারকী

● শহরে বসবাসকারী মানুষের পরিত্যক্ত বর্জ্য পদার্থের মাত্র ৬৫ শতাংশের বন্দোবস্ত করা হয় কলকাতা কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে, আজ পর্যন্ত এই সব বর্জ্য পদার্থের মধ্যে যেগুলো বিপজ্জনক, পুনরায় ব্যবহার্য এবং অন্যান্য পদার্থগুলিকে আলাদা করার পদ্ধতির প্রচলন হয়নি, এনজিও এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত উদ্যোগ এই ব্যাপারে যুক্ত থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। এই বিষয়ে কলকাতা দেশের অন্যান্য শহরের থেকে যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, এমনকি ক্যামাক স্ট্রীটের মতো জায়গায় খোলা ভ্যাট এই বিষয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের ব্যর্থতার নজির হিসাবে চোখে পড়ে।

● আমাদের কর্মসূচিতে বর্জ্য পদার্থের সঠিক বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলিকে পর্যালোচনা করে যথা শীঘ্র সম্ভব গ্রহণ করার উপর জোর দেওয়া হবে।

রাস্তা

● কলকাতার রাস্তাঘাটের যতটা উন্নয়ন হয়েছে তা সম্ভব হয়েছে বিগত তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের উদ্যোগে। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি অ্যাসফল্ট দিয়ে বাঁধানো হয়েছে, যার সুফল শহরবাসী এখনও ভোগ করছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ Urban Arts Commission বা এই ধরনের উদ্যোগের অভাবে রাস্তাঘাটের চেহারা ক্রমশ্যই হতশ্রী হয়ে পড়ছে।

● কেব্‌ল টিভি এবং ইন্টারনেটের তার সারা শহরটাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। এই তারগুলি অনায়াসেই ফুটপাতের টালির নিচ দিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত। এই তার প্রতিস্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রভৃতির জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির কাছ থেকে রাস্তা ব্যবহার করার জন্য উপযুক্ত অর্থ আলোচনা স্বাপেক্ষে ও সহমতের ভিত্তিতে আদায় করা সম্ভব হত।

● শহরের কিছু রাস্তায় ফুটপাতের ধারে এবং রাস্তার মাঝখানে রেলিংগুলির অস্তিত্ব যতদূর সম্ভব দৃষ্টিকটু। যে শহর শিল্প সৌন্দর্যের সচেতনতার জন্য বিখ্যাত সেখানে এই ধরনের পরিকল্পনা বিহীন রেলিং বসানো খুবই দুর্ভাগ্যজনক। কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে অংশীদার করে এই বিষয়ে উন্নয়নের জন্য কোনও রকম উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। একমাত্র ব্যতিক্রম ডালহৌসী স্কোয়ার।

● শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার পরিবহণ যোগ্যতা বৃদ্ধি'র লক্ষ্যে সহমতের ভিত্তিতে হকার পুনঃর্বাসন, রাস্তাকে মুক্ত করে যানবাহনের গতিশীলতা, যানজট থেকে পরিকল্পনা করে মুক্ত করে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করবে আমাদের দল। পথ দুর্ঘটনা রুখতে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যবস্থা করবে তৃণমূলকংগ্রেস।

● নির্বাচনে জিতে আগামী দিনে একটি বড় মাপের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে যার মাধ্যমে রাস্তার সৌন্দর্যায়ন এবং নাগরিকদের ফুটপাথ ব্যবহার করার কাজকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কার্যকর করবে তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড।

● তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ডের সময় তিনটি নতুন স্টর্ম ওয়াটার পাম্পিং স্টেশন প্রায় সমাপ্তির পথে ছিল। পরবর্তী সময়ে কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তৃণমূলকংগ্রেস এ ক্ষেত্রে তার কাজের ধারাকে অব্যাহত রেখে নাগরিক জীবনের চাহিদা অনুসারে আরও বেশ কয়েকটি পাম্পিং স্টেশন তৈরি করার লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করবে। যাদবপুর, বেহালা, গার্ডেনরীচ সংযোজিত কলকাতায় রাস্তার পরিবহণযোগ্যতাকে বাড়াকে ও রাস্তা সহমতের ভিত্তিকে বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোগ নেবে। কেইআইপি'র গৃহীত প্রকল্পের কাজ কলকাতা পুরসভা এবং কেইআইপি'র সমন্বয়ের অভাবে স্থানীয়ভাবে পুরবোর্ড বলা সত্ত্বেও সময়মতো উদ্যোগ গ্রহণের কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি সিপিএম পুরবোর্ড। বহু জায়গায় রাস্তা এখনও পাকা করে পরিবহণযোগ করার কাজ বাকি। তৃণমূল পুরবোর্ড এক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে ব্যবস্থা করবে।

● পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম রাজত্বের সরকার বা বামফ্রন্ট প্রথম দফায় ৪ বছর, পরের দফায় ৩৩ বছর মোট ৩৭ বছর শাসন কালে কলকাতার বহু রাস্তা এখনও কাঁচাই রয়ে গেছে। মূল রাস্তাগুলির পরিবহণযোগ্যতা অত্যাধিক বাড়ার ফলে ওলিতে-গলিতে রাস্তাগুলির প্রয়োজনীয় পিচ রাস্তা না হওয়ার ফলে চূড়ান্ত নাকাল হচ্ছেন দু'চাকা বা পথযাত্রীরা। তৃণমূলকংগ্রেস বিগত ৫ বছরের সময়কালে এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেও পরবর্তীকালে বাম পুরবোর্ড এক্ষেত্রে চূড়ান্ত অবজ্ঞার পরিচয় দিয়েছে। তৃণমূলকংগ্রেস কলকাতার রাস্তাগুলিকে পিচ রাস্তায় পরিণত করে মূল রাস্তার সঙ্গে সংযোগের ব্যবস্থা করবে।

আমরা যা করতে চাই—

(১) ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর বাহক মশা নিয়ন্ত্রণে গাফিলতি বন্ধ করা। ৭ দিনে একদিন প্রতি বাড়িতে সার্ভে।

(২) WHO নির্দেশিত নীতিতে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা।

(৩) একটি সাধারণ হাসপাতাল, যাতে ম্যালেরিয়া বেড থাকবে।

(৪) খাদ্যের ভেজাল পরীক্ষায় সুগপোযোগী পুর ল্যাবরেটরি।

(৫) সমস্ত 'চুক্তি' নিয়োগে দুর্নীতির তদন্ত।

(৬) শিশুদের নিয়মিত টীকাকরণ।

(৭) জল দফতরের সঙ্গে সমন্বয় করে জল বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ।

(৮) প্রসূতি সদনগুলির সংস্কার ও আধুনিকীকরণ। প্রয়োজনে MP LAD ফান্ড বা Public Privet Partnership।

(৯) (জন্ম-মৃত্যু) সার্টিফিকেট বিভাগকে দুর্নীতিমুক্ত করা।

উদ্যান, জলাশয় ও পরিবেশ দূষণ রোধ

● রাস্তাঘাটের মতো উদ্যান, জলাশয় এবং বিভিন্ন খোলা জায়গায় রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বর্তমান পুরবোর্ডের দ্বারা সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়েছে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংগঠন ইত্যাদির পক্ষ থেকে যৌথভাবে কাজ করার একাধিক প্রস্তাব এই বোর্ড প্রত্যাখ্যান করেছে। এবং নিজেরাও স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে বিরত থেকেছে। অথচ এটাই উপযুক্ত সময় যখন শহরের বিভিন্ন উন্মুক্ত অঞ্চল সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সুন্দর করে তোলা যায় যেখানে, এই শহরের অধিবাসীরা আরও বেশী করে বিশুদ্ধ বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারে। আমাদের প্রায় অজান্তে সহজভাবে হেঁটে বেড়ানোর জন্য আমাদের রাস্তাঘাটে আমাদের কাছ থেকে একরকম চুরি করে নেওয়া হয়ে গেছে। শহরের পরিবেশ দূষণরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা নেবে তৃণমূলকংগ্রেস।

শিক্ষা

● শিক্ষার হাল স্বাস্থ্য পরিষেবার মতোই— যেখানে কর্পোরেশনের ভূমিকা নামমাত্র। প্রয়োজন একটি পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে জোর দিতে হবে।

● পুরস্কুলগুলি এখন কার্যত সিপিএমের পার্টি অফিস। আবার বেশ কিছু স্কুলের জরাজীর্ণ অবস্থা এতটাই খারাপ যে শিক্ষার কোনও পরিবেশ নেই। মিড-ডে মিলের নামে গত পাঁচ বছরে শহরে পুকুর চুরি হয়েছে।

● আমরা শহরবাসীকে একটি বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে চাই যে, পুরস্কুলগুলিকে সংস্কার করে পরিবেশ ও পরিকাঠামোর উন্নয়ন করে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলমুখী করতে চাই। মিড-ডে মিলকে শিশুদের গ্রহণযোগ্য করা হবে। স্বচ্ছতার সঙ্গে মিড-ডে-মিল ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করবে।

বস্তি-উন্নয়ন

● ভারত সরকারের একগুচ্ছ পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও বলতে গেলে এই বিষয়ে খুব সামান্য কাজই করা হয়েছে। বর্তমানে কলকাতার মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ বস্তিতে বাস করে। বস্তি উন্নয়ন বিষয়ে দেশের অন্যান্য শহরে যেমন মুম্বই, সাফল্যের সঙ্গে যে কাজ করা হয়েছে আমরা তা থেকে কিছুই শিক্ষা গ্রহণ করিনি। নিকাশী ব্যবস্থা, জল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে যেটুকু কাজ হয়েছে সেটা একবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার মতো একটি শহরের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বলা যায়। কাজের জন্য অর্থের অভাব নেই প্রয়োজন প্রতিটি মানুষের বসবাসের জন্য সঠিক বাসস্থান তৈরি করে দেওয়ার সদিচ্ছা। কলকাতায় ছোট-বড় মিলিয়ে ৫৫১১টি বস্তি আছে। গত পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের বহু প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা আসা সত্ত্বেও শহরের বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রার

কোনও পরিবর্তন হয়নি। অথচ সিপিএম পাঁচ বছর আগে বস্তিকে 'স্বর্গ' বানিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। ভোট চাইতে গিয়ে পার্টি ক্যাডারদের তখন প্রতিশ্রুতি ছিল, বস্তিতে বস্তিতে উন্নততর নিকাশী, পানীয় জল, রাস্তা, স্বাস্থ্য সমৃদ্ধ উন্নত বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।

● তৃণমূল পুরবোর্ডের আমলে বস্তিবাসীদের জন্য চালু করা পরিষেবাতেই থেমে আছে শহর। উল্টে এক শ্রেণীর প্রোমোটারের হাতে বস্তির জমি তুলে দিয়ে পার্টিফাণ্ডকে স্ফীততর করেছে সিপিএম।

● কলোনি এলাকায় পাঁচ বছর আগে সিপিএমের প্রস্তাব ছিল, সকল কলোনিবাসীকে পাট্টা ও জমির দলিল দেওয়া হবে। কিন্তু গত পাঁচ বছরে কলকাতায় একজন কলোনির বাসিন্দাকেও জমির দলিল দেওয়া হয়নি। উল্টে পার্টির বশংবদ প্রোমোটারকে দিয়ে দেড়-দু'কাঠা জমিতে বেআইনিভাবে বাড়ি তুলিয়েছে সিপিএম। অথচ রাজ্য সরকারের ক্ষমতায় থাকার সুবাদে ত্রাণদফতর মারফত সমস্ত কলোনিতেই দলিল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে পারত। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য সিপিএম যে সত্যি সত্যি কোনও কর্মসূচি নিচ্ছে না, রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি পালন করছে না তা আরও একবার প্রমাণ হয়েছে কলোনি ও বস্তিবাসীদের জন্য কোনও প্রকল্প না গ্রহণ করে।

● আমরা একটা বিষয় হলফ করে বলতে পারি, তৃণমূলকংগ্রেস পুরবোর্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর, বস্তি ও কলোনির রাস্তা-নিকাশী-বিদ্যুৎ-আলো-পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হবে। আর মহাকরণে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর কলোনির বাসিন্দাদের হাতে দলিল তুলে দেওয়ার বিষয়টি অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বস্তি ও কলোনির বাসিন্দাদেরও শহরের প্রকৃত উন্নয়নের শরিক করা হবে।

অগ্নী নিবারক ব্যবস্থা গ্রহণ ও আপৎকতালীন পরিষেবা

জ্বলছে স্টিফেন কোর্ট - জতুগৃহে অসহায় মানুষের হাহাকার - অমানবিক, অপদর্থ সিপিএম সরকার নির্বিকার

● একদিকে যখন সিপিএমের সন্ত্রাসে বাংলায় হিংসার আগুন জ্বলছে তখন প্রতিদিন কলকাতার শহরে আগুন লাগছে। হয় বস্তি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে নতুবা সিপিএমের প্রোমোটারদের মদতে বাজার পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। রেহায় নেই কারও। মানুষের জীবনের কোনও মূল্য নেই পার্কস্ট্রীটের স্টিফেন কোর্টের আগুন, অসহায় নিরাপরাধ ৪৩ জন মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। আগুনে আহত হয়েছেন ৫৬ জন, নিখোঁজের সংখ্যা ৩। দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িতে দগ্ধ হয়ে মারা গেল নিরাপরাধ মানুষ, তথ্যপ্রযুক্তি বা বাণিজ্যিক সংস্থাতে কাজ করতে আসা তরুণ যুবক-যুবতীরা। তারা না পেল এক ফোঁটা জল, না পেল সাহায্যের হাত। ধোঁয়ায় আর আগুনের লেলিহান শিখায় প্রাণ নিল ৪২ জনের। নিজের জীবন বাঁচাতে গিয়ে দড়ি ছিঁড়ে প্রাণ গেল এক যুবকের। এগিয়ে আসেনি অমানবিক অপদার্থ সিপিএম সরকার বা তাদের নেতৃত্বে কলকাতা পুরসভা। দুর্ঘটনায় এই বিপর্যয়ে নিহত হয়েও প্রশাসনিক গাফিলতির ফলে স্বজন হারানোদের হয়রানি হয়েছে মৃতদেহ সনাক্তকরণে। ব্যর্থতা এমন পর্যায়ে যে একজনের দেহ অন্যজনের হাতে চলে গেছে। ক্ষোভে ফেটে পড়েছে স্বজন হারানো পরিবারের সদস্যরা। পার্ট স্ট্রিটের আগুন বুঝিয়ে দিয়ে গেল এই সরকার নিধিরাম সর্দার। আর কলকাতা পুরসভা আসলে সিপিএমের দুর্নীতিবাজ একদল প্রোমোটারের বেআইনি কাজের স্বর্গরাজ্য। দমকল বা বিপর্যয় বিভাগ থাকলেও তারা নিধিরাম সর্দারই।

● জল নেই, ফোম নেই, বহুতল থেকে উদ্ধার করার মতো উন্নতমানের যন্ত্রপাতি নেই। দুটি ল্যাডার এল যখন তখন তার যন্ত্রপাতি আছে কিনা তা জানতেই সময় চলে গেল। সরকারের দমকল বিভাগের কেন্দ্রীয় দপ্তর ঢিল-ঢোঁড়া দূরত্বে থাকলেও অপদার্থ সিপিএম সরকার মই আনতে ছুটল বেহালা। ততক্ষণে অগ্নিদগ্ধ ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে জতুগৃহে আর্তনাদ— "আমরা বাঁচতে চাই"। এই অমানবিক, অপদার্থ দুর্নীতিবাজ সিপিএম পুরসভার কোন ক্ষমা নেই।

● স্টিফেন কোর্ট ভবনের মালিকানা নিয়ে সিপিএম পরিচালিত কলকাতা পুরসভা স্পষ্ট করে তখনই বলতে পারেনি ভবনটির

এসো দু'হাত বাড়াই
জেগে থাকি তারাদের সাথে

মালিক কে এবং আইনগতভাবে সরকারের কোন দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন। এর মধ্যেই লোকদেখানো তদন্ত কমিটি। কলকাতা পুরসভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল অফ ট্রাস্টি নথিতে দেখা যাচ্ছে বাড়িটির মালিক রাজ্য সরকারই। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, তা হলে নিজের বিরুদ্ধে নিজেই কি তদন্ত করবে রাজ্য সরকার? নাকি গোটাটাই লোক দেখানো তদন্ত। কারণ, আগুন নেভানোর ক্ষেত্রে গাফিলতি দমকলের। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে স্টিফেন কোর্টকে দ্রুত পরিষ্কার করায় ব্যর্থ সিপিএম পুরবোর্ড। কলকাতার নাগরিক যাদের আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়েছে তারাই তদন্তের নাম করে আসামী খুঁজছে। এর থেকে হাস্যকর ব্যাপার এ কলকাতা কোনও দিন দেখেনি!!

● ভয়ঙ্কর 'আয়লা'-র দাপট কলকাতা কর্পোরেশনের বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থার বেহাল অবস্থাকে স্মরণ করা। মনে পড়ে সেই দিনগুলির কথা? আয়লার প্রভাবে প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল কলকাতার নাগরিক জীবন। রাস্তায় গাছ পড়েছিল অনেক। সম্পূর্ণ বিদ্যুৎহীন হয়েছিল কলকাতা। জল নেই, বিদ্যুৎ নেই রাস্তাঘাট বন্ধ। এক নরকীয় অবস্থা। প্রতিবাদে পথে নামলেন মানুষ। আমরা কি শুনলাম, মহানাগরিক-এর মুখে? কর্পোরেশনের হাতে করাত নেই। তাই গাছ কেটে সরানো যাচ্ছে না। আসলে জরুরীকালীন তৎপরতায় কাজ করার কোনও মানষিকতাই সেই দিন লক্ষ্য করা যায়নি। 'মহানাগরিক' প্রায় ৭২ ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করলেন গাছ কাটার করাতের জন্য। অপেক্ষা করলেন পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে সচল করার জন্য। এই অপদার্থতা ক্ষমার অযোগ্য। একটা আধুনিক শহরে বিপর্যয় মোকাবিলার ব্যবস্থা এবং বিপর্যয় মোকাবিলার সদিচ্ছা কতটা দূর্বল হতে পারে— সেই দিনগুলিতে মানুষ তার প্রমাণ পেয়েছেন।

● আমরা যে কতখানি অসহায় তা বারবার আগুন লাগা এবং ঝড়-বৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে। কতিপয় মানুষের ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের জন্য বেআইনি এবং বিপজ্জনক বাড়ি পুরসভার ছাড়পত্র পেয়ে যাচ্ছে। এইসব বাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটলে কি করা উচিত সে সম্পর্কে কোনও পরিকল্পনা বা প্রচেষ্টা নেই। অগ্নি নির্বাপক সংস্থা, পুলিশ বিভাগ বা অন্যান্য সংগঠন যাদের দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়, তাদের এই বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়া হয় না। ঘটনা ঘটলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিক এবং আঞ্চলিক বাসিন্দারা উদ্ধার কার্যে নিযুক্ত হয়। এইভাবে কলকাতার মতো শহরে সামগ্রিক অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়টি উপরওয়ালার

হাতে ফেলে দেওয়া যায় না। পারস্পরিক সমন্বয় বজায় রেখে আমাদের সেই পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যার সাহায্যে দুর্যোগের মোকাবিলা করা সম্ভব।

● অন্যদিকে কলকাতার বুকে বহুতল বাজার/বস্তি ঘনঘন অগ্নীকাণ্ডে ঘোষিত তদন্ত কমিটির নামে সত্য প্রকাশের অনীহারও পূর্ণ তদন্ত ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তৃণমূলকংগ্রেস। অর্থের বিনিময়ে বেআইনিকে আইনি করার যে বিধান আছে তা সংশোধনের লক্ষ্যে সহমতের ভিত্তিতে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

প্রাচীন স্থাপত্যের (Heritage Building) সংরক্ষণ এবং নগর পরিকল্পনা

● কলকাতা শহরে প্রাচীন স্থাপত্যের বেশ কিছু উল্লেখ যোগ্য নিদর্শন রয়েছে। এই সমস্ত প্রাচীন সৌধ বা বাড়িগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অবহেলিত। তাদের সংরক্ষণ বা পরিচালনা করার মতো কোনও উপযুক্ত নীতি বা পরিকল্পনার অস্তিত্ব নেই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রাচীন সৌধ বা বাড়ি সংরক্ষণের মাধ্যমে পর্যটকদের কাছ থেকে বড় মাপের আর্থিক মুনাফা আদায় করা হয়। মূল্যবান প্রাচীন স্থাপত্যের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি সুদৃঢ় করার জন্য উন্নয়নমূলক হস্তান্তরের অধিকারের বিষয়টি লাগু করা উচিত। হেরিটেজ কমিশনকে এমন অধিকার দেওয়া উচিত যাতে তারা পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সহায়তায় আমাদের গর্ব প্রাচীন সৌধগুলিকে সুরক্ষিত করতে পারে।

● আমাদের গৃহ নির্মাণের আইনকে এমনভাবে সংশোধিক এবং গ্রহণযোগ্য করা উচিত যাতে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, ডালহৌসি স্কোয়ার বা চৌরঙ্গীর মত হেরিটেজ অঞ্চলের যথার্থ উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। কলকাতার মত একটি প্রাচীন এবং গুরুত্বপূর্ণ শহরে 'এক এবং অভিন্ন আইন' গ্রহণযোগ্য কিনা তা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার জরাজীর্ণ ভগ্ন বাড়িগুলি একটি নির্দিষ্ট বছরকে মাথায় রেখে পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসনের প্রকল্প সহমতের ভিত্তিতে আশু প্রয়োজন পরীক্ষা করার। এর ফলে জরাজীর্ণ বাড়িতে বসবাসকারী মানুষের জীবনহানি ও দুর্ঘটনাজনিত কারনে অপমৃত্যু অনেকাংশেই রক্ষা করা সম্ভব হবে।

● আমাদের কর্পোরেশনের বাজারগুলি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে শোচনীয় এবং ক্রমশঃ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে। এই বাজারগুলির অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে একটি সার্বিক পর্যালোচনার প্রয়োজন। যার সাহায্যে বাজারগুলির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব, কাজটা জরুরী এই কারণে যে হাজার হাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর ভবিষ্যৎ এই বাজারগুলির অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। বাজার উন্নয়নের জন্য জাতীয় স্তরে স্বীকৃত বিশেষজ্ঞদের নিযুক্ত করে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

রাজস্ব এবং কর আদায় (Revenue and Taxes)

● কলকাতা শহরের ব্যবসা বাণিজ্য করা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার মূল কারণ প্রয়োজনীয় লাইসেন্স প্রাপ্তি এবং বিভিন্ন ফি বা করমূল্য দেওয়ার ব্যাপারে স্বচ্ছতার অভাব। খাজনা বা কর আদায়ের বিষয়টি যথাযথ হলে শুধু যে পুরসভার আয় বৃদ্ধি হবে তাই নয়, নাগরিকদের সন্তুষ্টির মাপকাঠিও সঠিক এবং আশানুরূপ করা যাবে।

মানুষের ওপর করের বোঝা বাড়ানো হবে না।

সেই দিকেই লক্ষ্য তণমূলকংগ্রেস পুরকর ব্যবস্থাকে সরলীকৃত করে ও সম্পদ সৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্ব দেবে। সাধারণ মানুষের ওপর করের বোঝা হ্রাস ও নতুন করে জল কর বসাবে না। জলের ওপরকর? না - না - না।

গার্ডেনরীচের বেহাল অবস্থা

● গার্ডেনরীচ, বেহালা, যাদবপুর-এর বিস্তীর্ণ অঞ্চল কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত হওয়ার পর সিপিএম নিয়ন্ত্রিত পুরবোর্ড বারবারই এইসব অঞ্চলকে মূল কলকাতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের পথে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছে। এক্ষেত্রে রয়েছে চরম অবহেলা।

● বিশেষ করে গার্ডেনরীচ অঞ্চল সার্বিকভাবে পৌর পরিষেবার দিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। বস্তি উন্নয়ন, নিকাশি ব্যবস্থা, আবর্জনা সরানো, পানীয় জল— প্রতিটি ক্ষেত্রেই পিছিয়ে আছে সংখ্যালঘু জনসমাজ অধ্যুষিত গার্ডেনরীচের বিস্তীর্ণ অঞ্চল।

যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করা হয়েছে। পুলিশের কাজ করলেও মাহিনা বহন করছে পুরসভা।

কেলেঙ্কারীর বাস্তুঘুঘু সিপিএম পুরসভা। সর্বক্ষেত্রেই কেলেঙ্কারী...

তৃণমূলকংগ্রেসের অঙ্গীকার - তৃণমূলকংগ্রেসের সপথ

● প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়া হবে কলকাতায় উন্নয়নে উপেক্ষিত বস্তিবাসীদের প্রকৃত উন্নয়নে সামিল করা।

যেমন— (১) নিজস্ব বাসস্থানের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া

(২) পানীয় জল, নিকাশী ও স্বাস্থ্য সমৃদ্ধ প্রকৃত পরিচ্ছন্ন বসবাসের ব্যবস্থা করা।

(৩) অবৈজ্ঞানিকভাবে বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে আজ বস্তিবাসীরা জতুগৃহের সম্মুখীন, নির্দিষ্ট প্রকল্প নিয়ে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে বস্তিবাসীদের যে কোনও দুর্ঘটনার হাত থেকে মুক্ত করা আমাদের লক্ষ্য।

● কলকাতা পুরসভার এলাকায় এখনও কিছু কাঁচা রাস্তা আছে। এক বছরের মধ্যে তা পাকা করা হবে। আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ম্যাস্টিক অ্যাসফল্ট করা হবে। যে সব রাস্তায় ট্রাম লাইন আছে, সেগুলির অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। এগুলোর অবিলম্বে আমূল সংস্কারের জন্য ট্রাম কোম্পানি তথা রাজ্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হবে। পুরসভা ট্রামরাস্তা মেরামতের অর্ধেক খরচ বহন করবে।।

● ২০২৫ সালে কলকাতার জনসংখ্যা অনুযায়ী যে পরিশ্রুত জলের প্রয়োজন তা তৃণমূল বোর্ড পলতা, গার্ডেনরিচ, ওয়াটগঞ্জ, জোড়াবাগান প্রকল্প থেকে ব্যবস্থা করেছিল। জল সরবরাহ সমস্যা সমাধান করেছিল। প্রয়োজন ছিল শুধু সুষ্ঠ বন্টন ব্যবস্থা। বামফ্রন্ট

পানীয় জলের পুরানো পাইপ ফেটে ময়লা জল ঢুকে পড়ছে মাঝে মধ্যেই। বাড়ছে আন্ত্রিক রোগের সমস্যা। স্বাস্থ্য পরিষেবা বলে প্রায় কিছুই নেই গার্ডেনরীচে। বস্তিবাসীর জীবনে নরক যন্ত্রণা এখনও চলছে। কঠিন বর্জ্যের তদারকি নেই বললেই চলে। গার্ডেনরীচে যে জলাধার করার কথা - আগের বোর্ডের দেখা জায়গা বাতিল করে অন্য জায়গা স্থির করার ফলে এখনও সমস্যার সমাধান হয়নি। জলাধার প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

- সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন ও বস্তিবাসী মানুষের উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হবে।

সিপিএম নেতৃত্বাধীন বিগত কলকাতা পুরসভা কোপেক্কারীর বাস্তঘুঘু

- বাম আমলে Water Supply Value একই পার্টির কাছ থেকে বিভিন্ন নামে টেন্ডার নিয়ে ১০ কোটি টাকার কেনা হলে হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় সিআইডি কে দিয়ে তদন্তের। আজ তার বাস্তবিক অবস্থা কি?
- তৃণমূল বোর্ড ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ৫০ কোটি বন্ড তুলছে রাজ্য সরকারের অনুমতি নিয়ে। কিন্তু প্রশান্তবাবু ৬ কোটি টাকার বন্ড তুললেন রাজ্য সরকার বা হাউসের বিনা অনুমতিতে। আর্থিক নিয়ম কি মানা হয়েছে?
- ১৯৯৯ সালে ৩ কোটি ৪০ লাখ টাকার Glass Reinforcement Pipe (GRP) কিনেছিল সিপিআই(এম) বোর্ড (৫৪ ইঞ্চি আর ৬২ ইঞ্চি ডায়ামিটার-এর)। এর একটিরও

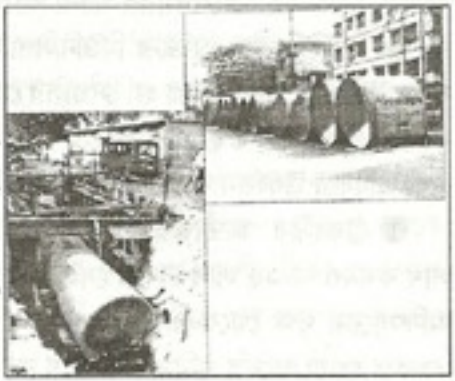

কাজ হয়নি। টালা পাম্পিং স্টেশন যা পড়ে নষ্ট হ'ল। দোষীদের কি ধরা হয়েছে? কে পাইপ কিনেও কাজ করল না তাদের কি শাস্তি দেওয়া হয়েছে?

গড়িয়াহাট ট্রেজারির অর্থ তছরুপের কেলেঙ্কারী

● শতাব্দী প্রাচীন কলকাতা পুরসভার ইতিহাসে গড়িয়াহাট ট্রেজারির তহবিল তছরূপের ঘটনা একটি কলঙ্কময় অধ্যায়। ২০০৫ সালের জুন মাসে এই তহবিল তছরূপের ঘটনা জনসমক্ষে আসে যখন কলকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি শ্রী অমিতাভ লালা তার বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের বাড়ির ঠিকানায় একটি বকেয়া পৌরকরের নোটিশ পান। এই নোটিশের ভিত্তিতে শ্রী লালা ২০০৪ সালের ২৮ জুলাই তাঁর প্রদেশ পৌর করের (৬৮,০৬৯ টাকা) রসিদ প্রমাণপত্র স্বরূপ তাঁর প্রতিনিধিকে পুর কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠান। যেহেতু বিষয়টি হাইকোর্টের বিচারপতির বাড়ির কর সংক্রান্ত সেহেতু সংশ্লিষ্ট পুর কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে বসে ও বিষয়টি জনসমক্ষে সকলের গোচরে আসে। যদি এটা কোনও সাধারণ জনগণের বাড়ির করসংক্রান্ত বিষয় হতো তাহলে হয়ত এই কেলেঙ্কারির ঘটনা আরও কিছুদিন পর্দার আড়ালে থাকত।

● মিউনিসিপ্যাল অডিটর মিউনিসিপ্যাল কমিশনারকে দেওয়া রিপোর্টে জানান যে, গড়িয়াহাট ট্রেজারির পুর কর সংগ্রহের যে কম্পিউটারগুলি ব্যবহার করা হয় সেগুলির প্রোগ্রাম সফ্‌টওয়ার এমন ছিল যে কোনও অপারেটর পুর কর আদায়ের রশিদের প্রমাণ বিলোপ করতে পারে, নতুন তথ্য এন্ট্রি করতে পারে উর্ধ্বতন কর্তপক্ষের অনুমতি ছাড়াই অর্থাৎ সেখানে ট্রেজারির কোন নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল না এবং এবিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

● ট্রেজারির আভ্যন্তরীণ রিপোর্টেত ছরূপের হাওয়া অর্থের পরিমাণ নিয়ে কখনও বলা হয়েছে ৬৫ লাখ কখনওবা ৬৭ লাখ কখনও বা ২৫ লাখ টাকা। সেই সময় ভারতের কন্ট্রোলার অফ অডিটার জেনারেলের পুরসভার প্রতিনিধি রেসিডেন্ট অডিট অফিসারের পক্ষ থেকে বারবার পুর কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছিল যে কলকাতার পুরসভার সবক'টি ট্রেজারি পরীক্ষা করে মোট তছরুপ হওয়া অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা হোক বৃহত্তর পর্যায়ের প্রশাসনিক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে। কিন্তু শাসক দলের অনুগত

সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল এই সামান্য ব্যবস্থা নিতে।

আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পরিশ্রুত পানীয় জল কলকাতার সব প্রান্তে সুষ্ঠ বণ্টন করে জল সরবরাহ সমস্যা এর সমাধানের ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করবো এবং অল্প সময়েই তা পরিলক্ষিত হবে।

● **কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে 'পুর বার্তা' বইটিকে আরও বেশি জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে বিশেষ গুরুত্ব দেবে।**

● তিন বছরের মধ্যে কলকাতা পুরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে মিষ্টি ভূ-পৃষ্ঠের জল সরবরাহ করা হবে ও ভূ-গর্ভস্থ জলের ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ করা হবে। জল অপচয় বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ও বৃষ্টির জল সংরক্ষণের (Rain Water Harvesting) জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।।

কলকাতা শহরে পরিশ্রুত পানীয় জল ব্যবস্থা করে আমরা বহু জায়গায় বিগ ডায়া টিউব ওয়েল ব্যবস্থা বন্ধ করেছিলাম। কিন্তু জল সরবরাহে ব্যর্থ বামফ্রন্ট আজ বহু জায়গায় নতুন করে বিগ ডায়া টিউব ওয়েল শতাধিক সংখ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। যা শহর পরিকল্পনা এর পরিপন্থী ও দুর্ভাগ্যজনক।

এর সমাধান আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ।

● বে-আইনি নির্মাণ বন্ধ করতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।।

● পুরসভার ঐতিহ্য সংরক্ষণ কমিটিকে শক্তিশালী করে ঐতিহ্যবাহী বাড়িগুলি সংরক্ষণের কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।।

● ১৪১টি ওয়ার্ডে বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য যৌথ উদ্যোগে Marketing Complex বানানো হবে।।

● কলকাতার ৫৫১১টি বস্তির সামগ্রিক উন্নয়নে আগামী দিতে তৃণমূলকংগ্রেস সবচেয়ে বেশি জোর দেবে। বস্তি উন্নয়নে কেন্দ্রীয় প্রকল্প যথা জাতীয় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প (এন এস ডি পি), মৌল ন্যূনতম পরিষেবা (বি এম এস), স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা

পুর কর্তৃপক্ষ ২০০৫-২০০৬ সাল থেকে বারবার সরকারি অডিটের বার্ষিক রিপোর্টের গাড়িয়াহাট ট্রেজারির তহবিল তছরুপ সম্পর্কে মতামত উপেক্ষা করে এবিষয়টি বিচারাধীন বলে এড়িয়ে গেছেন।

জে এন এন ইউ আর এম প্রকল্পে বেনিয়ম

● কলকাতা পুরসভার বামফ্রন্ট শাসিত বোর্ড কর্তৃক জহরলাল নেহরু আরবান রিনিউয়াল মিশন কেন্দ্রীয় JNNURM প্রকল্পে, কলকাতা মহানগরীর শতাধিক বছরের পুরানো বা ভূগর্ভস্থ নিকাশী নালা ব্যবস্থার পলিমাটি পরিস্কার ও নিকাশী নালাকে আরও অর্ধশতাধিক বছর আয়ু বাড়িয়ে শক্তিশালী করতে অত্যাধুনিক বিদেশী প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূগর্ভস্থ নিকাশী নালার আভ্যন্তরীণ দেওয়ালে Glass Reinforce Polymar / plastic লাইনার পরিয়ে দেওয়ার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়।

● এই প্রকল্পের রূপায়ণের জন্য GLOBAL TENDER ডাকা হয়, যাতে তিনটি বিদেশী কোম্পানীকে প্রায় ৪,৯২,৬৯,০০০ কোটি টাকার কাজ বরাদ্দ করা হয়। যার শেষ করার সময়সীমা ছিল ৩০/১১/২০১০-এর মধ্যে।

● উপরোক্ত কাজের প্রধান শর্ত ছিল যে, যে GRP লাইনার ভূগর্ভস্থ নিকাশী পাইপের আভ্যন্তরে লাগানো হবে তা অবশ্যই ISO 9001-2000 কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের গুণগত মান অনুযায়ী হতে হবে। কিন্তু এই কাজ চলাকালীন গত জানুয়ারি মাসে কলকাতা পুরসভায় তৃণমূল প্রতিনিধিরা আপত্তি তুলে মিউনিসিপ্যাল এ্যাকাউন্টস্ কমিটির চেয়ারম্যান কলকাতার ৪৯২ কোটি টাকার কাজের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং পরিস্কারভাবে মেয়রকে জানান যে এখনও পর্যন্ত যে ২০ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ নিকাশী পাইপে GRP লাইনার লাগানো হয়েছে তা কোনও ভাবেই ISO 9001-2000-এর গুণগত মানের সমকক্ষ নয়। KKS & Co.-এর রিপোর্টে এই তথ্য পরিস্কার ভাবে উঠে আসে যে TENDER BID-এর (দরপত্রের) শর্ত অনুযায়ী ঠিকাদাররা ISO 9001-2000-এর কোন CIRTIFICATE (প্রশংসাপত্র) পুর কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করতে পারেনি, এবং তারা যে এদেশীয় ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সাক্ষরিত করে যে GRP লাইনার এদেশে তৈরি করে তাদের মাধ্যমে সরবরাহ করাচ্ছেন সে ব্যাপারে পুর কর্তৃপক্ষের কাছে

আগাম কোন অনুমতি নেননি। সে কারণে ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্টের পক্ষে Chartred Account সংস্থা KKD & Co. পৌরসভাকে ঠিকাদারদের PAYMENT বন্ধ করার সুপারিশ করে।

● এই ঘটনা প্রমাণ করছে যে কলকাতা নগরবাসীকে বর্ষার জল জমার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য দীর্ঘদিন বাদে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তার যে বৃহত্তর নিকাশী ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, সেই পরিকল্পনায় শতকোটি টাকা নিকাশী জলের মতোই কার্যত জলেই গিয়েছে, কারণ, ব্রিটিশের তৈরি করা শতাধিক বৎসরের BRICK SWEAR (নিকাশী নালা) কে পুনরায় শক্তিশালী করার জন্য যে বিদেশী প্রযুক্তি ব্যবহার করার কথা এই পরিকল্পনার মধ্যে ছিল- সেই GRP লাইনারগুলি Quality Asurance Magenetment System 9001-2000-এর দ্বারা পরিক্ষিত নয়। ফলে ভবিষ্যতে এই BRICK SWEAR-গুলো যখন তখন ভেঙে পড়ে কলকাতার নিকাশী ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করতে পারে তার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

● প্রকল্পটি গ্রহণ করার সময় প্রাথমিক পর্যায় থেকেই পৌরসংস্থার আইন অনুযায়ী কাজ বরাদ্দের নির্দিষ্ট নিয়মনীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সিপিএম পুরবোর্ডকে সামনে রেখে আর্থিক সুবিধা পেয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

● হেরিটেজ বিল্ডিং-এর সংরক্ষণ না করে যে অর্থের বিনিময়ে ব্যক্তিস্বার্থে বিল্ডিং দিলে তা বহুতলে পরিণত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

● সিপিএম পুরবোর্ড ত্রুটিমুক্ত বিপিএল তালিকা আজ পর্যন্ত ঘোষণা করতে পারেনি।

● জলাভূমি (Wet Land)-সহ ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস (EM Bye Pass)-এর জমি বিক্রীর কয়েকশো কোটি টাকা নয়-ছয় হয়েছে। পুরসভার স্বার্থে ব্যবহার করা হয়নি।

● কলকাতায় বহুতল বা বাড়ি তৈরি বেআইনিভাবে বিগত সিপিএম পরিচালনাধীন কলকাতা পুরসভা অনুমোদন দিয়ে নিজেরাই আর্থিক কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে পড়ার গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত।

● কলকাতা পুরসভায় ল্যাব টেকনিশিয়ান শিক্ষক ও সিভিক স্বেচ্ছাসেবক (ট্রাফিক পুলিশ) নিয়োগের নামে চূড়ান্ত দলবাজী করে

(এস জে এস আই ওয়াই), বাল্মীকি আম্বেদকর মলিন বসতি আবাস যোজনা (ভি এ এম বি এ ওয়াই), স্বল্প মূল্যে শৌচালয় প্রকল্প (আই এল সি এস) সম্পূর্ণভাবে রূপায়ণ করা হবে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এ ডি বি) ও ডি এফ আই ডি-র (ডি এফ আই ডি) সাহায্যে প্রতি ওয়ার্ডে মডেল বস্তি গড়ে তোলা হবে। একই নামে সব জায়গায় সুন্দর মডেল বস্তি বানানো হবে।।

● এখনও অনেক ওয়ার্ডে পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। তিন বছরের মধ্যে ১৪১টি ওয়ার্ডেই পুরসভার স্বাস্থ্য ইউনিট গড়ে তোলা হবে। পাঁচ বছরের মধ্যে কলকাতাকে ম্যালেরিয়া-মুক্ত করা হবে।।

● SC/ST ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-সহ অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের (মেধাবী) একটা ভাতার নতুন করে ব্যবস্থা করা হবে।

● শহরের সমস্ত পুষ্করিনী, জলাশয়ের সম্পূর্ণ সমীক্ষা (survey) করে সেগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।।

● পুরসভার অধীনে ২৩৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার করা হবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হবে। আরও কয়েকটি উর্দু প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করা হবে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা আরও সুষ্ঠু করা হবে।।

● পুরসভার দুর্নীতি দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পুরসভার জমি চিহ্নিত করে তার বণ্টনে আরও স্বচ্ছতা (transparency) আনা হবে।।

● মহিলা-শিশু ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য অনেক বেশি বাস স্ট্যান্ড, প্রতীক্ষালয় কলকাতার বিভিন্ন স্থানে করা হবে।।

● কর ব্যবস্থা সরলীকরণ এবং কম্পিউটার ব্যবস্থা প্রয়োগে ব্যাপকতার মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণ। বিধানসভা কেন্দ্র ওয়ারী করগ্রহণ কেন্দ্র চালু করে মানুষের করদান সহজ করে দেওয়া হবে। কর কাঠামোকে ঢেলে সাজিয়ে সাধারণ মানুষকে এদিক ওদিক যাতে নাজেহাল হতে না হয় তার জন্য পুরসভা প্রয়োজনে মানুষের দরজায় পৌঁছে যাবে।।

● বর্ষার জল সংরক্ষণ করতে গিয়ে বাম পুরবোর্ড যা করতে চেয়েছেন। তাতে মনে হয়েছে প্রকল্পটি সম্বন্ধে বাম পুরবোর্ড বাস্তবিক ওয়াকিবহাল নন।

আমরা বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও ব্যবহার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রইলাম।

● কর কাঠামোর পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে কর কমিয়ে বেশী জোর দেওয়া হবে বকেয়া কর আদায়ে।

● **কলকাতা মহানগরীতে পানীয় জল ও বিদ্যুতের অপব্যবহার রুখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে ও বিদ্যুতের বিকল্প শক্তির সন্ধানে উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।**

সাধারণ কলকাতাবাসীর ওপর যেভাবে সীমাহীন কর বৃদ্ধি ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোথাও ৫ গুণ থেকে ৫০ গুণ করের বোঝা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাতে কলকাতাবাসীকে এই করের বোঝার জন্য অন্যত্র চলে যাবার প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আবার তৃণমূলকংগ্রেস দায়িত্ব নেওয়ার পর নিশ্চয় করে সাধারণ মধ্যবিত্ত কলকাতাবাসীর কাছে সৃষ্ট কর বিন্যাস করার উদ্যোগ নেবে।

● কর নিরুপণ প্রথায় দালালরাজ বন্ধ করা হবে কড়া হাতে। এই বিষয়ে কোনও অবস্থাতেই সমঝোতা করা হবে না।

● শহরে মানুষের কাছে আমাদের আশ্বাষণ "নতুন করে কোনও জল কর নয়।" সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ।

● **বি এস ইউ পি প্রকল্পে বস্তিকে পাকাবাড়ি নির্মাণকল্পে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া দূরে থাক— সম্পূর্ণ ব্যর্থ সিপিএম পরিচালিত পুরসভা। তৃণমূলকংগ্রেস এ বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে পাকাবাড়ি নির্মাণ ও পরিবেশ রক্ষা করে শৌচাগার নির্মাণের প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করবে।**

● ট্রেড লাইসেন্স পদ্ধতি সম্পূর্ণ সরলীকরণ হবে। অযথা হয়রানি বন্ধ হবে।

● কলকাতা শহরে কাঁচা রাস্তা নয়। রাস্তা মেরামত করে চলাচল ব্যবস্থাকে মসৃন করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

● রাস্তার পরিসর অনুযায়ী রাস্তাকে ব্যবহার্য্য করে তোলা হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য।

● ভূগর্ভস্থ ড্রেনেজের ও নিকাশী ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো প্রয়োজন।

Drainage Pumping Station রক্ষণাবেক্ষণ অনিয়মিত ও নিকাশী পাইপের পলি পরিস্কার না করার ফলে এখন অল্প সময়েই বেশী বৃষ্টি হলেই কলকাতার মানুষ জলবন্দী হয়ে পড়েন।

প্রকৃত রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের ফলে এর থেকে মুক্তি সম্ভব। সেই লক্ষ্যেই কার্যকরী ভূমিকা নেবে তৃণমূলকংগ্রেস।

● যে সমস্ত জায়গায় আজও খোলা নর্দমা বর্তমান রয়েছে বিশেষ করে ১-৬ নং ওয়ার্ড এর তিলজলা, তপসিয়া, ওয়ার্ড নং ৯১ থেকে ১০০ এবং ১০১ থেকে ১৪১-এর সংযুক্ত এাকার (under ground Drainage system) ভূগর্ভস্থ নিকাশীর আওতায় এলে Pumping Station-এর মাধ্যমে জল নিষ্কাশনের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

● কলকাতার ৫৫১১টি ছোট বড় বস্তি অবস্থান করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বহু প্রকল্প এসেছে। Allocated fund কিন্তু বস্তির বসবাসকারী মানুষের জীবন যাত্রার কোনও পরিবর্তন ঘটানো হয়নি। তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন পুরপরিষেবা থেকে আজ কার্যত বঞ্চিত। আমরা করবো এ সমাজের উন্নয়ন।

● জঞ্জাল পরিস্কার ব্যবস্থা অভিভাবকহীন হয়ে পড়ার জন্য কলকাতা শহরের বিভিন্ন স্থানে হয়ে উঠেছে পূতিগন্ধময়। রাস্তায় জঞ্জাল জমে থাকা দেখতে দেখতে মানুষজন আজ বীতশ্রদ্ধ।

● পরিকল্পনা করে বাড়ি বাড়ি নির্দিষ্ট সময়ে জঞ্জাল সংগ্রহ করে একটি জঞ্জালমুক্ত শহর আমরা গড়ে তুলবো। Bio Medical Waste আলাদা করে দূষণ রোধ করা এবং বর্জ্য পদার্থ বিভিন্ন কাজের প্রকল্প যেমন (বিদ্যুৎ, গ্যাস প্রভৃতি) ব্যবস্থা প্রণয়ন আমাদের করতে হবে।

● পুরসভার স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো প্রত্যেক ওয়ার্ডের নাগরিকদের কাছে পরিষেবা প্রদানের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে। যে সব ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই সেখানে সমস্ত পরিষেবা দিয়ে ও ডাক্তার সহযোগে স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

● বিপিএল অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলি এবং সমাজের অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর মানুষরা যাতে বীমা পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবা লাভ করতে পারে, তার জন্য সম্পূর্ণ নতুনভাবে উদ্যোগী হওয়া জরুরী। এই ধরনের প্রচেষ্টা ব্যাঙ্গালোর এবং অন্যান্য কিছু শহরে সাফল্যের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে।

● কলকাতা শহরে ত্রুটিমুক্ত বিপিএল তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

● ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু-সহ বিভিন্ন মারণ রোগ আমরা ভুলতে বসেছিলাম। গত ৫ বছরে বহু মানুষ আক্রান্ত হলেন। মানুষ সেদিন দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন। সরকারি তথ্য প্রতিনিয়ত বিকৃত করা হচ্ছিল। যদিও স্বাস্থ্যের বিষয়ে রাজ্য সরকারের পরিচালনা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত তবুও পুরসভার সামর্থের মধ্যেও যে আমূল পরিবর্তন হয়ে এই রোগগুলির প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়া যায় আমরা নিশ্চয় সেই ব্যবস্থা করবো।

● পুরসভার অধীনে স্কুলগুলিকে সংস্কারের মাধ্যমে নিশ্চিৎভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলমুখী করে তোলা হবে আমাদের কাজ।

● সংখ্যালঘু এলাকায় উর্দু স্কুল চালু করে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারে সংখ্যালঘু মানুষজনকে সামিল করে একটি বিশেষ পরিকাঠামো গড়ে তুলবো। সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

● **মিড-ডে মিল প্রথা সত্যি করে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হবে।**

● মহিলা, শিশু ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য কলকাতার বিভিন্ন স্থানে বিশ্রামস্থল, প্রতীক্ষালয় গড়ে তোলা হবে। রাত্রী নিবাস কলকাতার মতন এক শহরে এক বিশেষ প্রয়োজন। এই ব্যাপারে কলকাতায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আমরা সচেষ্ট হবো।

● কলকাতার বিভিন্ন শ্মশান এবং কবর স্থানকে পরিচ্ছন্ন, প্রশান্তির-এর মধ্যে যাতে নিকট জনের শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয় তা প্রয়োগ করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

● পরিবেশ ও উদ্যান বিষয়ে বলতে গেলে শুধু মাত্র কয়েকটি কংক্রীটের পাঁচিলে সৌন্দর্যায়ন নয়। আমরা এলাকার ক্লাব ও তার সংগঠনকে সাথে নিয়ে পুরসভার ব্যবস্থার সবরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে সত্যিকারের পরিবেশ সংরক্ষণ ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন করে পার্ক ও উদ্যান সংরক্ষণের বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।

● খেলাধুলার প্রসার এবং শিশুদের বিকাশ এবং বয়স্ক মানুষদের প্রত্যহ ব্যায়ামচর্চার স্থান গড়ে তোলাও আমাদের লক্ষ্য।

● শহর কলকাতার ঐতিহ্যশালী সাংস্কৃতিক মঞ্চ ও হলগুলির আধুনিকীকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুরসভা আলাদা তহবিল চাইবে সরকারের কাছ থেকে।

● যে কোনও সংস্থার সাফল্য নির্ভর করে তার আভ্যন্তরীণ মানবসম্পদের উপর। শ্রমিকের বা কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবি যেমন থাকবে তেমনি থাকবে কলকাতাবাসী'র কাছে দ্রুততর পরিষেবা পৌঁছে দেবার দায়বদ্ধতা। প্রয়োজনীয় কর্মী প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্কৃতি'র আবহাওয়া তৈরির ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেবে তৃণমূলকংগ্রেস। প্রয়োজনে প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

● তৃণমূলকংগ্রেস পুর পরিষেবা উন্নত করতে নাগরিক সমাজের কাছে সহমতের ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। 'জনতার রায়' উন্নয়নে বাধা দূর করতে সাহায্য করবে। **'আমরা-ওরা' রাজনীতি'র পৃষ্ঠপোষক সিপিএম দল যে পথে হেঁটেছে তৃণমূল পুরবোর্ড সেপথে হাঁটবে না।**

● শহর কলকাতা বিশ্বের পর্যটক পিপাসু মানুষের সাথে সারা দেশে পর্যটকদের আকর্ষণীয় গন্তব্যস্থল। সেই শহরকে আরও বেশী আকর্ষণীয় ও 'পর্যটন'কে বাণিজ্যিকভাবে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরবে তৃণমূলকংগ্রেস। পর্যটকদের সুযোগ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সার্থে উপযুক্ত পরিকাঠামো'র জন্য পুরসভা নিজেরা সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় উদ্যোগে নিজেদের সামিল করার ব্যবস্থা নেবে।

মানুষের মহাজোট

পুরভোটের মুখে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সে প্রসঙ্গে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এটা বলা যায় যে, মানুষের মহাজোট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আশীর্বাদ করছেন, পাশে দাঁড়াচ্ছেন। কেন্দ্রে ইউপিএ সরকারকে সমর্থন করেছে তৃণমূল। বাংলার মানুষের স্বার্থে কাজ করার জন্য দলের সিদ্ধান্তে মন্ত্রিসভায় থাকতে হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সহকর্মীদের। কেন্দ্রের সরকারকে সবরকমভাবে সহযোগিতা করেছেন মমতা। কারণ, তৃণমূলের মূল উদ্দেশ্য সর্বত্র সিপিএমের অপশাসনে সর্বাত্মক বিরোধিতা এবং বাংলার স্বার্থসুরক্ষা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা দেখেছি, কংগ্রেস পুরভোটের মুখে এমন ভূমিকা পালন করেছে, যার মধ্যে সিপিএম'কে সাহায্য করার প্রবণতা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু ঘটনা হল কোনও অবস্থাতেই তৃণমূল কংগ্রেস তাদের মূল লক্ষ্য থেকে এক ইঞ্চি পিছু হঠছে না। প্রতিটি এলাকায় সিপিএম'কে পরাজিত করা তৃণমূলের লক্ষ্য। মাননীয় নাগরিকদের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনারা সচেতন ভোটার। সিপিএম'কে যাঁরা হারাতে চান, তাঁরা কারও কোনও প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। পরিবর্তনের প্রতীক একটাই— তা হল তৃণমূলের চিহ্ন— ঘাসের উপর জোড়া ফুল।

সিপিএমকে হারাতে গেলে সরাসরি ভোট দিন তৃণমূলের প্রতীকে। এর বাইরে অন্য কোনও চিহ্নে ভোট দেওয়ার অর্থ আপনার ভোটটি শুধু নষ্ট করাই নয়, ঘুরিয়ে ভোট কেটে সিপিএমেরই হাত শক্তিশালী করা। ফলে আপনারা দয়া করে মনে রাখুন, লড়াইটা সরাসরি দুই প্রতীকের লড়াই।

একদিকে সিপিএম এবং বামফ্রন্ট। অন্যদিকে তৃণমূল। মাঝামাঝি কিছু নেই। পরিবর্তন আনতে গেলে প্রতীক ঘাসের উপর জোড়া ফুল।

মা-মাটি-মানুষের স্বার্থে লড়াই করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিঙ্গুরে কৃষিজমি বাঁচাতে মরণপণ অনশন আন্দোলন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নন্দীগ্রামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রিজওয়ানের মৃত্যুর পর প্রশাসনিক ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্নভিন্ন করতে ময়দানে নেমেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রেল দফতরের মাধ্যমে বহুমুখী উন্নয়নের জোয়ার তৈরি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই গোটা প্রক্রিয়ায় মানুষের পাশে যাঁরা নেই, যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাঁধে বন্দুক রেখে নিজেদের কিছু আসন দখল, যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য বিরোধী রাজনীতিতে অস্থিরতা তৈরি করে সিপিএম'কে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা, **সেই সব দল বা শিবিরের কোনও অপপ্রচার, কোনও চক্রান্ত এবার সফল হতে দেবেন না।** ধরে রাখুন একদিকে যেমন সিপিএম, তেমনই সিপিএমের শরিক দল আর বামফ্রন্টের বাইরে থেকেও কোনও কোনও দল সিপিএমের অলিখিত শরিক হয়ে গিয়েছে। তাঁদের উদ্দেশ্যও তৃণমূলের ক্ষতি করে সিপিএমের সুযোগ করে দেওয়া।

মানুষ দেখছেন, শুনছেন, বুঝছেন। আর সেইজন্যই তৈরি হয়েছে মানুষের মহাজোট। কোনও দলের জোট নয়, বাংলার উন্নয়নকামী প্রতিবাদী মানুষের মহাজোট। এই মহাজোটের নেত্রী মমতা। এবং প্রতীক ঘাসের উপর জোড়া ফুল।

প্রতিশ্রুতি আর পরিকল্পনার তত্ত্বকথা নয়— বাস্তব সম্মত ও মানুষের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য একবিংশ শতাব্দির প্রেক্ষাপটে প্রকৃতি,

প্রযুক্তি, বিজ্ঞান আর এষণাকে কাজে লাগিয়ে সঠিক নগরউন্নয়ন, পৌরপরিষেবা পৌঁছে দেবার কাজে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমরা পরিবর্তন চেয়েছি। হ্যাঁ গণতন্ত্রে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পথেই সেই অন্ধতার লৌহ কপাট মুক্ত হবে। আমরা প্রকৃত পরিবর্তনের পথে এগিয়ে যেতে পারব।

আসন্ন পুরসভাগুলির নির্বাচনে আপনারা আমাদের শক্তি দিন। আমাদের প্রিয় কলকাতা নগরী বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর হোক। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ছোট-বড় শহর ও শহরতলির শুধু গৌরব ইতিহাস নয়— তাকে সুপরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নিয়ে প্রকৃতি আর পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে উপযুক্ত পরিকাঠামো আর উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিকের নাগরিক পরিষেবা আর স্বাচ্ছন্দের কথা মাথায় রেখে প্রকৃত পরিবর্তনের লক্ষ্যে আমরা কাজ করতে চাই।

সিপিএমের সাথে তৃণমূলকংগ্রেসের মূল তফাৎটা হলো দৃষ্টিভঙ্গির।

তাই আমাদের প্রাথমিক গুরুত্ব— 'সবার পেটে ভাত ও সকলের জন্য কাজ'-এর দাবি।

আমরা চাই পুর নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ। পুরসভার মাধ্যমে নাগরিক জীবনের উন্নতি সাধন, সকলের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিশ্রুত পানীয় জলের সুবন্দোবস্তের উপর গুরুত্ব আরোপ করা।

আমরা চাই, নতুন বাংলা গড়তে মানুষকে সাথে নিয়ে মানুষকে উদ্যোগী করে, মানুষের সাথে ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নতি সাধন।

আমাদের অঙ্গীকার, সবুজকে বাঁচিয়ে কলকাতার প্রকৃত সৌন্দর্যায়নের মাধ্যমে কলকাতাকে 'ক্লিন ও গ্রীন' সিটিতে পরিণত করা।

শুধু নিজেদের উন্নয়ন নয়— 'আমরা' - 'ওরা' নয়— সকলের উন্নয়নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমরা মনে করি— **একচোখা উন্নয়ন প্রক্রিয়া মানুষের বিকাশ ও অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দেয়।** আমরা তাই সুষম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পক্ষে।

তাই, আমরা চাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের সুচারু মেলবন্ধন।

চাই, আধুনিক কলকাতার পাশাপাশি পুরনো কলকাতার ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে। কলকাতার কৃষ্টিকে ধ্বংসের হাত থেকে রা করার লক্ষ্যে তাই আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে চাই।

তাই সর্বস্তরের মানুষের কাছে আবার আবেদন— দিকে দিকে সিপিএম'কে পরাজিত করুন। সিপিএমের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ শরিকদের পরাস্ত করুন। নতুন কলকাতা গড়তে, নতুন বাংলার নতুন ভোর ত্বরান্বিত করতে পাশে থাকুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, ভোট দিন ঘাসের উপর জোড়া ফুল প্রতীকে।

আপনাদের আশীর্বাদ ও দোয়া আমরা প্রার্থনা করছি।

১২ মে ২০১০

কলকাতা

বিনীত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তৃণমূলকংগ্রেস

(মুদ্রণগত ত্রুটি মার্জনীয়)

- তৃণমূলকংগ্রেস
  মানুষের সাথে, মানুষের পাশে।।

- গরীব বস্তিবাসীদের উন্নয়ন
  আমাদের অন্যতম প্রধান কর্মসূচী
  তৃণমূলকংগ্রেসকে ভোট দিন

- সংখ্যালঘু ভাইদের উন্নয়নের জন্য
  আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ
  তৃণমূলকংগ্রেসকে ভোট দিন

- রাস্তা, জল, আলো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা,
  সার্বিক উন্নয়নের জন্য
  তৃণমূলকংগ্রেসকে ভোট দিন

আমরা মানুষের সাথে আছি, পাশে আছি

২০১০
কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে
তৃণমূলকংগ্রেস প্রার্থীদের

এই চিহ্নে

ভোট দিয়ে
বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন

ভোটের সময় : সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৩টে